প্রাণোচ্ছ্বাস

বা

বিবিধ বিষয়ক কবিতামালা।



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাভূষণ, এম্ এ-প্রণীত।



শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলিকাতা
৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫ সাল।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

মুখবন্ধ।

এ সংসারে অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলেই কবি। হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিয়া সকলে প্রকাশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সকলেরই হৃদয় সময়ে সময়ে আলোড়িত হইয়া থাকে। সেই বিলোড়ন কালে ছন্দোময়ী রচনা অল্পায়াসেই বহির্গত হয়। যাঁহার ঐকান্তিক সাধনা আছে, তিনিই ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কবিকুলচূড়ামণি কালীদাসের সাধনা ও সিদ্ধি এ বিষয়ে আমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কালীদাস নিতান্ত মূর্খ হইয়াও ঘোরতর সাধনাবলে ছন্দোময়ী রচনাতে অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিকীরিত রবি-কিরণের ততদূর দাহিকা-শক্তি নাই। কিন্তু সেই বিকীরিত রবি-কিরণ যখন কাচ খণ্ডে সঙ্কীরিত বা সংশ্লেষিত হয়, তখন তাহার প্রচণ্ড দাহিকা-শক্তি জন্মে। সেইরূপ আমাদের ভাবোচ্ছ্বাস যখন গদ্যে বিকীরিত থাকে, তখন ইহার উদ্দীপনা-শক্তির তত তীব্রতা থাকে না। কিন্তু সেই ভাবোচ্ছ্বাস যখন ছন্দোময়ী রচনায় সঙ্কীরিত হয়, তখন ইহার উদ্দীপনা-শক্তি অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। এই জন্যই জগতে কবিত্বের এত আদর!

ছন্দোময়ী রচনা মাত্রই যে কবিতা তাহা আমি বলি না। যেখানে ভাবোচ্ছ্বাস নাই, কেবল ছন্দ ও শব্দের চাতুর্য্য মাত্র আছে, তাহা ছন্দোময়ী রচনা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নহে। আবার ছন্দোবন্ধে অঙ্গহীন হইলেও ভাবময়ী রচনাও অনেক স্থলে কবিতা-পদবাচ্য হইতে পারে।

বিশ্বপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তিই, কবিত্বের অনন্ত উৎস। সেই উৎসের নির্ম্মল জলপানে অনেক কবিই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই জলে চিত্তমুকুর বিধৌত হইলে, তাহাতে বীণাপাণি সহজেই আবির্ভূতা হন।

সেই প্রেম ও ভক্তিতে যখন আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, বা সংসারের ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে যখন আমার চিত্ত আলোড়িত হইয়াছে, তখনই আমি এই কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি এই জন্যই এই কবিতামালার নাম 'প্রাণোচ্ছ্বাস' রাখিলাম। অতি অল্পদিনের মধ্যে এই কয়টী কবিতা লেখা হইয়াছে। আর ছন্দোময়ী রচনাতে আমার এই প্রথম উদ্যম। এই দুই কারণে আশা করি সুধীগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। কিমধিকমলম্।

পাবনা, ১৮১০ শকাব্দা, চৈত্র।

নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বিজ্ঞাপন।

আমার দিনাজপুরে অবস্থিতি কালেই রাজ-অভ্যর্থনা ভিন্ন আর সব কয়টী কবিতা লিখিত হয়। আমার দূরে অবস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধনাদির অনেক ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ যদি কোন স্থলে কোন ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া আমায় লিখিলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ কালে সেই ভ্রম গুলি সংশোধন করিয়া লইব। যদি এই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া এক জন পাঠকও প্রীতি লাভ করেন, তাহা হইলে আমার মুদ্রাঙ্কনব্যয় সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।

গ্রন্থকারস্য।

প্রাণোচ্ছ্বাস।

স্তোত্র

নমো-বিশ্বরূপায় ! নমো-বিশ্বকুহকিনে !

(১)

দয়াময় হে ঈশ্বর পতিত-পাবন !
দীন হীনে দয়া কর, করুণা-নিধান !
এ জগতে বল মোর, কে আছে এমন
পরম আত্মীয় জন, তুমি হে যেমন ?

(২)

তুমি বিনা গতি মুক্তি, অনাথের নাথ !
কি আছে জীবের আর, জানিনা ! জানিনা !
নির্ব্বোধ মানব তবু, বুঝেও বোঝে না !
জেনেও জানে না, সদা মোহে ভুলে রয় !

(৩)

মোহে ভুলে, ভুলে যায় জগৎ-জননী !
পিতা মাতা পাতা ধাতা—সকলি গো তুমি—
তুমি ভাই, তুমি বোন্—তুমি সাথী সখা—
তুমি সখী, তুমি জায়া, তুমি জীবকায়া !

(৪)

তুমি গাছ, তুমি পাতা, তুমি শাখা মূল !
তুমি গিরি, তুমি নদী, তুমি হে সাগর !
তুমি পোত, তুমি পা'ল তুমি হে নাবিক !
তুমি তৃণ লতা ঘাস, তুমি সরোবর !

(৫)

তুমি ফুল, তুমি ফল, তুমি হে মুকুল !
ফুলের সুবাস তুমি, তুমি গন্ধবহ !
তুমি ক্ষিতি, তুমি অপ্, তুমি হে মরুৎ !
তুমি তেজ, তুমি ব্যোম,—তুমি পঞ্চভূত !

(৬)

যে দিকে ফিরাই আঁখি, যা কিছু হে দেখি,
পঞ্চের বিকার সব—সেই পঞ্চভূত—,
তোমারি মায়ার ফল !—তাই বলি নাথ !
বিশ্বে বিশ্বরূপে কিবা আছয়ে প্রভেদ ?

(৭)

ঐ যে রয়েছে রবি গগনে উদিত,
রজত কিরণে দিক্ করিয়া উজ্জ্বল,
ললাট-ভালেতে তব যেন শ্বেত ফোটা !
সে রবি অভিন্ন কভু নহে তোমা হ'তে।

(৮)

ঐ যে নক্ষত্র-মালা গগন-শোভন !—
পৃথিবীর অন্ধকার হরিয়া লইয়া,
কিরণ-বসনে অঙ্গ ঢেকেছে ইহার,
এরাও অভিন্ন কভু নহে তোমা হ'তে।

(৯)

আর যে চন্দ্রমা ওই—পূর্ণ মনোহর—
নক্ষত্র-ফুলের মালা ধরিয়া বক্ষেতে,
সুধা বরষিয়া ঠাণ্ডা করিছে ভূতল,
সে চন্দ্র অভিন্ন কভু নহে তোমা হ'তে।

(১০)

যে চন্দন ভক্তিভাবে, অঙ্গেতে লেপন,
করিয়া প্রফুল্ল লোক হয় হে সতত,
যাহার পবিত্র-বাসে, ভক্তি গদগদ
না হয় যাহার মন, সে জন পামর!—

(১১)

সেই যে চন্দন দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী—
তাহাও যেমতি তুমি; তেমতি হে তুমি—
ওই ন্যক্কার-জনক মল মূত্র পুঁজ!
মেধ্যামেধ্য সব তুমি ওহে বিশ্বরূপ!

(১২)

আমি যে অজ্ঞান, তাই বুঝিতে না পারি,
কি সাধ্য আমার নাথ! বুঝিহে তোমায়—
না দিলে বুঝায়ে মোরে কৃপা বিতরিয়া—
নয়ন থাকিতে অন্ধ, মোহ-অন্ধকারে!

(১৩)

দিয়াছিলে জ্ঞান-নেত্র অর্জ্জুনে যেমন,
দেওহে তেমতি মোর ফুটায়ে নয়ন,
দেখি প্রাণভরে কত রূপ ধর তুমি,
ওহে বিশ্বনাথ! কত সাজে সেজে আছ!

(১৪)

ভক্ত জন সদা হয় অবোধ অজ্ঞান !
যোগ্যতা বুঝেনা তারা, সদা আব্দার
বাপের নিকটে পেতে যা-কিছু হে ভাল ;
সাজে হে আব্দার বলি করেছে আব্দার।

(১৫)

জানে সবে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি !
বিদিত পুরাণে, তন্ত্রে, তথা স্মৃতি বেদে ;
তাই ভক্ত আমি আজ ডাকিহে তোমায়,
দেখাও তোমার সেই অনন্ত মূরতি !

(১৬)

ঘুচে যাক্ মোহ মোর ! নিবুক আগুণ
জ্বলিছে অন্তরে যাহা—ধিকি ধিকি সদা—
রাবণের চিতা সম—অমৃত বর্ষণে—
অমৃত দর্শনে—তাহা হোক্ নির্ব্বাপিত !

(১৭)

শোক দুঃখ মনস্তাপ হে বিশ্ব-ভূপতি !
সকলি তোমারি মায়া ;—পাঠাও তাদের
করিতে ছলনা জীবে, মায়া-মৃগ-রূপে ;
অবোধ মানব মরে, প'ড়ে সে কুহকে।

(১৮)

হে বিশ্ব-কুহকী ! কার আছে হেন সাধ্য
বুঝে ইন্দ্রজাল তব, না বুঝায়ে দিলে !
স্থূল-বুদ্ধি লোকে মাত্র বুঝে স্থূল স্থূল,
ভিতরে প্রবেশ করে অতি অল্প লোকে।

(১৯)

যারা প্রাণ মন দেহ সকলি অর্পণ
করেছে চরণে তব ; তুমি নিরন্তর
শোক দুঃখ মনস্তাপ দেওহে তাদের ;
দণ্ডে দণ্ডে কর খাঁটি সোণার মতন।

(২০)

কাড়ি লও ধন বস্ত্র—স্ত্রীপুত্র দুহিতা—
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও—যা-কিছু হে ভাল—
সতী ভার্য্যা কাড়ি লও,—কাহারো বেলায়
আদর্শ সতীরে কর আদর্শ অসতী।

(২১)

যে ভক্ত যাহাতে রক্ত—তার তাই লও
কাড়ি ;—কে বুঝে মহিমা তোমার অপার ?
কিন্তু লীলা সব তব জীব-শুভ-হেতু,—
যে জানে তাহার মন রয় হে অটল।

(২২)

যাকে যত ভালবাস—তার তত কষ্ট !
ধার্ম্মিকের প্রাণে সদা বাজে তব শেল,
কামার-হাতুড়ী যথা পিটায় লোহায়,
করিতে ইহায় দৃঢ় কঠিন ইস্পাত !

(২৩)

না পিটালে লোহা কভু হয় কি ইস্পাত ?
না পোড়ালে সোণা কভু হয় কি নির্ম্মল ?
না শাসিলে ছেলে কভু হয় কি সুশীল ?
না পোড়ালে কাদা কভু হয় কি ইষ্টক ?

(২৪)

আদুরে ছেলের বল কবে কি হয়েছে ?
বিনা কষ্টে রত্ন মিলে কে কবে দেখেছে ?
বিধাতার দণ্ড কভু যে না সহিয়াছে,
তাহার অদৃষ্টে দুঃখ নিশ্চয় রয়েছে।

(২৫)

অটল-অচল-সম ভক্তের অন্তর,
ঝঞ্ঝাবাতে বিচলিত কভু নাহি হয় ;
তৃণেতে সানুতে বল কিসের অন্তর,
উঠিলে বাতাস যদি কাঁপয়ে উভয় ?

(২৬)

বিশ্বাস অটল যার তব বিশ্বরূপে,
বিপদে তাহার মন কেন বিচলিবে ?
সে জানে—নাবিক যিনি, তিনিই তরঙ্গ—
সে তরঙ্গে রঙ্গে তাই অঙ্গ ভাসাইবে।

(২৭)

তরঙ্গ কাটায়ে ভক্ত বীরের মতন,
সহ কর্ণধার তরি—যাবে স্বর্গধাম ;
তথা গিয়া জ্ঞান-নেত্রে দেখিবে সকল,
অজ্ঞান মোহের হাত হইতে এড়াবে।

(২৮)

সাধু! সাধু! সাধু! বলি ওহে দীননাথ!
লইবে তুলিয়া কোলে তব ভক্ত জনে,
যখন দেখিবে তার বিশ্বাস অটল—
তব বিশ্বরূপে, ভেদ বুদ্ধি গেছে সব!

(২৯)

এক হ'তে পঞ্চ কোষে আবৃত জীবাত্মা
মেঘমুক্ত-সূর্য্য-সম হইবে উজ্জ্বল !
এক এক কোষ করি যবে পঞ্চ কোষ
পুড়িয়া হইবে ভস্ম দুঃখ-হুতাশনে !

(৩০)

চৈতন্যে চৈতন্যে তদা অপূর্ব্ব মিলন
দেখিয়া বিস্মিত হ'বে দর্শকের মন !
ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাবে—বিশ্বত্ব আসিবে,
বিদেহ মুক্তিতে জীব চৈতন্য পাইবে !

ওঁ স্বস্তি ! ওঁ স্বস্তি !! ওঁ স্বস্তি !!!

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি।



(১)

কে তুমি শুইয়া এই মন্দির-ভিতরে
অনন্ত নিদ্রায় আছ সমাধি-নিহিত ?
যোগ-রত-যোগি-মত, বল হে আমায়,
দেব কি দানব কিম্বা মানব-প্রধান ?

(২)

এসেছি এথায় আমি খুঁজিতে তাঁহায়
এসেছেন এথা যিনি, করিতে মোচন
ভারতের দুঃখ রাশি, হ'য়ে প্রতিনিধি—
প্রজার পঁচিশ কোটী, মহাসভা-কাছে।

(৩)

শুনেছি আর্ণোর গুহা আছে শ্বেতদ্বীপে,
তথায় আছেন তিনি সমাধি-নিহিত,
হারায়ে আপন প্রাণ ভ্রাতৃ-কার্য্য-তরে !
এই কি আর্ণোর গুহা,—এই সে মন্দির ?

(৪)

বলে দেও পথিকেরে কে আছ হেথায়,
বিদেশী আমি গো হায় ! না জানি সন্ধান !
বলে দেও দেব নর যে আছ হেথায়,
ব্যাকুল অন্তর মম—বিলম্ব সহে না !

(৫)

কোথা হ'তে যেন বাণী উঠিল আকাশে,
কে যেন বলিল মোরে—'এই আর্ণো-গুহা—
এই সে মন্দির—যথা অনন্ত নিদ্রায়,
শায়িত আছেন রামমোহন রতন!'

(৬)

আনন্দে উৎফুল্ল আমি হইনু তখন!
শ্রবণ-দর্শন-আদি ইন্দ্রিয়-পঞ্চক
প্রবেশি সকলে নেত্রে দেখিতে লাগিল
সেই অপূর্ব্ব মন্দির, নেত্র-মনো-হারি!

(৭)

ভক্তিভাবে করযোড়ে রহিনু তখন
মন্দির-সমীপে আমি, করি নত জানু;
কহিনু—এসেছি দেব, ভক্তি-উপহার,
দিয়া পূজিতে তোমায়, ভারত-হইতে।

(৮)

লহ পূজা মোর দেব—করি দয়া মোরে!
অকৃতজ্ঞ মোরা—তাই তোমা হেন জনে
পূজি না সকলে! বীরপূজা—বীরার্চ্চনা
যে দেশে না হয়, কবে সে দেশ উঠেছে?

(৯)

ধর্ম্মবীর—দয়াবীর আর দানবীর,
যুদ্ধবীর-সম-পূজ্য—অথবা অধিক—
পূজ্য; যেহেতু তাঁহারা অধিক মঙ্গল—
করেন ধরার; তাই পূজিব তোমায়!

(১০)

দীনহীন আমি—নাহি মোর অন্য ধন—
ভক্তি কৃতজ্ঞতা বিনা; অমূল্য সে ধন!
লহ' দয়া করি দেব! তব যোগ্য তাহা;
অসার সে পূজা দেব! ভক্তি-শূন্য যাহা!

(১১)

স্বামি-চিতানলে দগ্ধ হ'ত সতীগণ—
জাতি-কুল-ভয়ে, কিম্বা কুটুম্ব-তাড়নে—
অনিচ্ছায়! তুমি দেব রাজাকে বুঝায়ে
করিলা আইন, যাতে সে বীভৎস প্রথা—

(১২)

হইল রহিত! সতীগণ ব্রহ্মচর্য্য
করিয়া দেখাতে নিজ প্রকৃত সতীত্ব
সুবিধা পাইল দেব! পুড়িয়া মরিলে
নিভিল সকল ক্লেশ! কিন্তু দিন দিন—

(১৩)

করি বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া উপহার—
যে সতী করয়ে পূজা নিজপতি দেবে,
তাহার তুলনা দেব, নাহি এ জগতে;
আমরণ ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ সব হ'তে!

(১৪)

সহমরণ কঠোর! কিন্তু তাহা হ'তে—
ব্রহ্মচর্য্য আমরণ—অধিক কঠোর,
অধিক পরীক্ষাস্থল! প্রতিপদে বিঘ্ন!
সে মহাপরীক্ষা দিতে পারে কয় সতী?

(১৫)

তাই বলি দেব ! রক্ষিয়া সতীরে,—
রক্ষিয়াছ নারীকুলে ; প্রকৃত সতীরে
পরীক্ষা দিবার তুমি—দিয়াছ সুবিধা ;
পুড়িয়া মরিলে তার কি হ'ত সুবিধা ?

(১৬)

নারী-হৃদয়-ভাণ্ডার অনন্ত স্নেহের—
উৎস ! সে উৎস হইলে রুদ্ধ—মরুসম—
হইত ভারত ! তুমি রক্ষিলা ভারতে—
আজ ! রক্ষিয়া সতীরে চিতানল হ'তে।

(১৭)

আর ভারতবাসীর হৃত অধিকার
উদ্ধার করিয়া তুমি সাধিলে মঙ্গল !
কত গুণ তব দেব ! বলিব কেমনে ?
হায় ক্ষীণজিহ্ব আমি—তথা জ্ঞানহীন !

(১৮)

সত্য আর্য্য-ধর্ম্ম তুমি করিতে প্রচার,
এসেছিলে শ্বেতদ্বীপে ; বলিতে সকলে—
আর্য্য-ধর্ম্ম ব্রহ্মময়—নহে পৌত্তলিক—
আর্য্য-ধর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র বীজ !

(১৯)

হইল সকলে স্তব্ধ শুনি এ বারতা !
জানিত ইহারা—মোরা পুতুল-পূজক !
আর্য্যধর্ম্মে ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র বীজ—
শুনিয়া বিস্মিত এরা হয়েছে এখন।

(২০)

ঘোষিলে জগতে তুমি মহিমা অপার

তাঁর—যিনি সর্ব্বব্যাপী সত্য নিরঞ্জন !

যিনি সর্ব্বদর্শী নিত্য অজর অমর !

যিনি সর্ব্বশক্তি-সর্ব্ব-দয়ার নিধান।

(২১)

ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী—ভারতসন্তান—

হইল পূজিত আজ ধরার ভিতরে ;

বিস্মিত খৃষ্টান আজ ভুলিয়া বিদ্বেষ—

ভ্রাতৃভাবে নিল তাঁরে আপন আলয়ে।

(২২)

তোমারি গুণেতে দেব এভাব-বিপ্লব !

অথচ আমরা হায় পূজিনা তোমায় !

অকৃতজ্ঞ মোরা—তাই রেখেছি তোমায়—

দেব ! অনাদরে এই অজ্ঞাত গুহায় !

(২৩)

চল দেব নিজ গৃহে ; এসেছি হেথায়—

আমি লইয়া যাইতে ভারতে তোমায় ;

চল ত্বরা করি দেব ! তব ভ্রাতৃগণ,

দেখিতে উৎসুক বড় হয়েছে এখন।

(২৪)

বিশ্বপ্রেমিক যে জন—নাহিক তাঁহার—

কোন নির্দ্দিষ্ট আলয়—সবে ভাই তাঁর !

প্রত্যেক ভ্রাতার গৃহ—তাঁহার আলয় ।

প্রতিদেশ, প্রতিরাজ্য—তাঁর বাসস্থান !

(২৫)

স্বদেশ স্বজাতি তাঁর হয়গো বিলীন
সেই মহা-বিশ্ব-ভাবে! স্বধর্ম্ম তাঁহার
বিশ্বধর্ম্ম! গৃহ তাঁর অনন্ত জগত্!
অনন্ত গগন তাঁর গৃহ-চন্দ্রাতপ!

(২৬)

খ্রীষ্ট বৌদ্ধ মহম্মদী সকলে তোমায়
আপন বলিয়া জানে—তব শব ল'য়ে
হয়েছিল হুলস্থূল! কিন্তু হিন্দুগণ
জানে তুমি হও দেব! তাদেরি কেবল!

(২৭)

হৃদয়-মন্দিরে তারা স্থাপিবে তোমায়,
অসংখ্য মন্দিরে তুমি করিবে হে বাস!
তুচ্ছ এ মন্দির হয় তার তুলনায়!
চল আর কাজ নাই বিদেশেতে বাস।

(২৮)

সাজেনা—সাজেনা আর বিদেশেতে বাস!
ভারত জেগেছে এবে জ্ঞানের বিকাশে,
দেখিয়া হৃদয়ে তব হইবে উল্লাস;
ঐ শুন আনন্দ-ধ্বনি ভারত-আকাশে।

(২৯)

পঞ্চবিংশ-কোটী-সংখ্য মায়ের সন্তান—
তব আগমনী গায় হ'য়ে একতান;
চল দেব ত্বরা করি যাইয়া তথায়,
দিবে যোগ প্রাণভরে জাতীয় সভায়!

(৩০)

ধর্ম্ম রাজনীতি ল'য়ে তব ভ্রাতৃগণ,
করিছে তুমুল কাণ্ড—ভারত-ভিতরে ;
উচিত কি থাকা তব ঘুমায়ে এখন ?
উঠ—চল ত্বরা করি স্বদেশ-মাঝারে !

(৩১)

ঘুমায়ে ভারত, দেব ! ছিল এত দিন,
তখন তোমার মূল্য বুঝেনি তাহারা !
আজ জাগিয়া তোমায় না দেখি সন্তান—
হয়েছে সকলে যেন আত্মহারা !

(৩২)

নগরে নগরে ফিরে গেয়ে ব্রহ্মনাম !
কিন্তু তোমায় না পেয়ে হতাশ তাহারা !
সেনাপতি বিনা সেনা যেন দিশাহারা !
হ'য়ে ছিন্ন ভিন্ন তারা—কাঁদে অবিরাম !

(৩৩)

আজ তব মুক্তি-সেনা হ'ত বিজয়িনী—
যদি তোমা মত নেতা থাকিত সম্মুখে !
দিগ্বিজয়িনী হইত ভারত-জননী !
জগৎ গাইত তাঁর যশ শত মুখে !

(৩৪)

মহাসমিতি বসিছে নগরে নগরে—
তুলিতে ভারতে আজ সৌভাগ্য-চূড়ায় !
বীর-চূড়ামণি তুমি ঘুমায়ে এথায় !
একি শোভা পায় ? চল আপন মন্দিরে !

বিদ্যাসাগরের প্রতি।



(১)

হে বিদ্যাসাগর! দয়ার সাগর!
হয়ে অগ্রসর—সমাজ সংস্কার
করিলে ভারতে, জগতে ঘোষিতে
সুনাম তোমার—করুণা অপার!

(২)

ভারত-বিধবা! শোচনীয় কিবা
অবস্থা তোমার, বলিতে আমার
বিদরে হৃদয়! সে যাতনা হায়
বলিবার নয়—কবই বা কায়?

(৩)

কিশোর বয়সে, বিধবা হ'রে সে
রহিবে কেমনে—বিষম যৌবনে?
বলনা তোমরা—বিরূপ যাঁহারা!
আদেশ সুগম—পালন বিষম!

(৪)

মরিলে আপন, পত্নী শোক জন—
থাকে গো অনূঢ়?—করে গো সে মূঢ়
তখনি বিবাহ,—বিলম্ব অসহ!
নারীরি বেলাই—ব্যবস্থা সদাই—

(৫)

চির-ব্রহ্মচর্য্য ! এ বড় আশ্চর্য্য !
বৎসর না যেতে, আন কোথা হ'তে
নব যুবতীরে, নিজ শূন্য ঘরে !
বল বন্ধুজনে, থাকিতে নির্জ্জনে—

(৬)

পার নাকো আর ! তবে বিধবার
যন্ত্রণা অপার, কেমনে আবার
বুঝেও বুঝনা ?—মনেও ভাবনা—
তাদের-জীবন—চির-বিড়ম্বন !

(৭)

বাল-বিধবার, বিয়ে পুনর্ব্বার
শাস্ত্রের বচন, যুক্তির বচন
সঙ্গত গো কয় !—তবে কেন ভয়—
করগো তোমরা—হ'য়ে আত্মহারা ?

(৮)

অভাগিনী তারা ! স্বামীর চেহারা—
অনেকে দেখিনি ! অনেকে করেনি
স্বামি-গৃহ-বাস ! পিতৃ-গৃহ-বাস—
আজন্ম তাদের, লিপি ললাটের !

(৯)

পতিহীনা নারী, আহা মরি মরি !
পরের আশ্রয়ে, পরের আলয়ে,
রন্ধন-শালায়, কিম্বা গো-শালায়,
কাটায় হে কাল, হ'তে প্রাতঃকাল !

(১০)

অথবা প্রাঙ্গণে, রত সংমার্জ্জনে
করে ল'য়ে ঝাঁটা! কার সাধ্য সেটা—
দে'খে সম্বরিতে, বারি নয়নেতে
পারে বল মোরে? বলিব তাহারে—

(১১)

পাষাণে নির্ম্মিত, দয়ায় বর্জ্জিত,
যে পারে দেখিতে, অব্যাকুল চিতে,
রাজার গৃহিণী, আজ ভিখারিণী!
পরগৃহে দাসী—কাঁদে দিবানিশি!

(১২)

হে হিন্দুসমাজ! করিলে কি কাজ—
বাধা দিয়া হায়! বাল-বিধবায়—
পুনঃ পরিণয়—করিতে ধরায়!
আদেশ বিষম—পালিতে অক্ষম—

(১৩)

তাহারা তোমার! আদেশ তোমার
থাকিতে প্রবল—তারা বাঁধি দল,
ক্রমশঃ উঠিছে—ক্রমশঃ করিছে—
বিধান লঙ্ঘন! সমাজ-বন্ধন—

(১৪)

ক্রমশঃ শিথিল—ক্রমশঃ বাতিল—
হতেছে এখন! বিবাহ-বন্ধন
করিয়া ছেদন, করিছে উত্থান
ভারত-ললনা—তাকায়ে দেখনা!

(১৫)

দিবে না বিবাহ? করিবে বিবাহ
হ'য়ে স্বয়ম্বরা! না দিলে তোমরা
হ'তে স্বয়ম্বরা—ক দিন পাহারা
দিবে গো তাহায়? রোধিবে গো হায়—

(১৬)

তাহায় ক দিন? নিজ ইচ্ছাধীন
করিবে সে কাজ! কুকাজ সুকাজ
বাছিবে না আর! কেমনে তোমার
কুলমান রবে? থাকিবে নীরবে—

(১৭)

হেঁট মুখ হ'য়ে—নানা-নিন্দা স'য়ে!
হইয়া সহায়—ভ্রূণহত্যা হায়
করাইবে তায়! হবে মহাদায়!
রাজদণ্ড-ভয়ে—থাকিবে সভয়ে!

(১৮)

নাহি কিছু সুখ—সকলে বিমুখ!
ফিস্ ফিস্ ক'রে—যদি কেহ কারে
কোন কথা কয়—মনেতে গো ভয়
হইবে উদয়!—একি হ'ল দায়!

(১৯)

এ যন্ত্রণা হ'তে, পরিত্রাণ পে'তে
যদি ইচ্ছা হয়, দেহ বিধবায়—
বিবাহ আবার, করিতে তাহার
নিজ ইচ্ছামত—এ কাজ সঙ্গত!

(২০)

সুশিক্ষিত দল, হায় রে কপাল
হইল বিমুখ; নাহি মনে সুখ—
তাই গো তাহার! সুখের সংসার
দুঃখ-কারাগার, অদৃষ্টে তাহার!

(২১)

ভারত-পুরুষ, আত্ম-সুখ-বশ!
সদা আছে রত, আত্ম-মনোমত
ভোগের বস্তুতে! নারীর দুঃখেতে
কভু নাহি হয়, গলিত-হৃদয়!

(২২)

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, করিতে সতত—
বলেগো সকলে—যেন গো সলীলে
করা তাহা যায়! বুঝেনা গো হায়
সহজ কথায়—কাজে না কুলায়!

(২৩)

চির-উদ্যাপিতে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে
যে সতী সক্ষম, বৈধব্য বিষম
সহুন সে সতী! তিনি মহামতি—
জগৎ-পূজিতা—সর্ব্ব-সম্মানিতা!

(২৪)

ব্রহ্মচর্য্য-ধারী, কয় জন নারী—
আছে গো ভারতে—পারে কে বলিতে?
বাহ্য আড়ম্বর, বিড়ম্বনার ঘর!
অন্তর্বাহ্য-সম—মিলা গো বিষম!

(২৫)

হে ব্রহ্মচারিণী, ভারত-রমণী !
মস্তকের মণি !—যথা হয় ফণী—
শিবের মাথায়,—আমারো মাথায়
তুমি গো তেমনি—পূজিতা রমণী !

(২৬)

বিবাহ তোমাকে, করিতে বলে কে ?
বিবাহ বলেতে, কাহার করিতে
প্রবৃত্তি গো হয় ? এত কার দায়
করে অনিচ্ছায়, বিবাহ তোমায় ?

(২৭)

পুনঃ-পরিণয়, প্রয়োজন হয়,
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে, অক্ষম পক্ষেতে ;
অক্ষম বালায়, দেহ পরিণয়—
ব'ধ-নাকো আর, বাঁধি করে তার !

(২৮)

রক্ষিয়া বালায়, বিষম জ্বালায়,
রক্ষ কুল মান, রক্ষ ধর্ম্ম-জ্ঞান !
ঈশ্বর-কৃপায়, লভ পুণ্যচয়,
লভ যশোমান, সুদীর্ঘ জীবন !

(২৯)

ভ্রূণহত্যা-পাপে, নিত্য মনস্তাপে,
দগ্ধিছে ভারত, হওগো বিরত,
নির্য্যাতন হ'তে ; দেও গো হইতে
বিধবা বালার, বিবাহ আবার !

(৩০)

ওহে গুণিরাজ ! সাধিয়া এ কাজ—
পেয়েছ যে যশ, নাহিক বিনাশ,
তার কোন দিন, বলিছে এ দীন !
ঘোষিবে ভারত—জেনোহে নিশ্চিত !

(৩১)

যদি তোমা মত, আর জন্ম কত,
জন্মিত ভারতে, তা হ'লে দেখিতে,
অদ্ভুত ঘটিত, আর না রহিত—
বিধবার দুঃখ ! বিধাতা বিমুখ—

(৩২)

তাহাদের প্রতি, নতুবা এ মতি,
হইবে গো কেন, কালেতে এ হেন—
শিক্ষিতগণের ? বিধবা-বালার—
প্রতি কেন হায় ! এতই নির্দ্দয় !

(৩৩)

ভোগের হাটেতে, পূরোদমে মে'তে,
বেড়াচ্চ তোমরা, হয়ে আত্মহারা !
কি দোষে বলনা, ভারত-ললনা,
কাটিবে জীবন, কাঁদি নিশিদিন ?

(৩৪)

পার্শ্বের ঘরেতে, লইয়া বনিতে,
নিজে বিহরিবে, অথচ কহিবে,
বিধবা ভগ্নীকে, অথবা কন্যাকে—
'ব্রহ্মচর্য্য কর—চিরব্রত ধর !'

(৩৫)

অশীতি বর্ষেতে, থাকিতে ভোগেতে,
মানস তোমার, বিবাহ আবার—
তখনো করিছ, কিন্তু গো বলিছ—
থাকিতে বালায়, বৈধব্য-দশায়!

(৩৬)

থাকিতে ঘরেতে, প্রাণের বনিতে,
গণিকা-আলয়ে, বন্ধুগণ ল'য়ে—
আমোদে মাতিছ, এ দিকে বলিছ—
বাল-বিধবায়, থাক এ দশায়!

(৩৭)

করিয়া বঞ্চনা, তাদের বল না—
পাইবে কি সুখ? কোথায় গো মুখ,
পাইবে তোমরা, বধিয়া অবলা—
অনাথিনী বালা, নিরীহ সরলা?

(৩৮)

হে বিদ্যাসাগর, তোমার অন্তর,
গলিত দয়ায়! নিরীহ বালায়,
বিধবা দেখিয়া, কাতর হইয়া—
করেছিলে পণ, নিজ সর্ব্ব ধন—

(৩৯)

উদ্ধারিতে তায়; কিন্তু দুঃখ হায়!
এই আমাদের, বৈধব্য তাদের—
ঘুচিল না এবে! কবে কি হইবে,
জানেন বিধাতা, তিনি মাত্র ত্রাতা!

(৪০)

সত্যের বিজয়, হইবে নিশ্চয় !
ন্যায়ের শাসন, কে করে লঙ্ঘন ?
ন্যায়-সত্য-ময়, ব্রহ্ম দয়াময় !
কালেতে তাঁহার, হইবে বিজয় !

(৪১)

তখন সকলে, তব নাম ল'য়ে,
আন্দোলন ক'রে, ভারত-ভিতরে,
বেড়াবে ঘুরিয়া ; মূরতি স্থাপিয়া—
তব স্মৃতি তারা, করিবে সজীব !

(৪২)

অশ্রুজলে আর, দেহ বিধবার—
ভাসিবে না, সবে—সদয় হইবে—
তাহাদের প্রতি ! বিধাতা সুমতি—
দিবেন সকলে ; পতিহীনা বালে,
দিবে গো করিতে বিবাহ আবার !

(৪৩)

ব্রহ্মচর্য্যধারী, পতিহীনা নারী—
পুনর্ভূ রমণী, কর্ত্তব্য-পালিনী—
একই চক্ষেতে—একই ভাবেতে—
দেখিবে সকলে—ঘৃণা যাবে চলে !

(৪৪)

হে মধুসূদন, হ'য়ে সকরুণ,
হর বিধবার, চির-দুঃখ-ভার !
অযশ-কালিমা—হে দুর্গে হর মা !
ভারত আবার—উজল হউক্ !

পিতৃদেবের প্রতি

(১)

পিতাগো দেওগো দেখা ! ডাকে পুত্র তব ;
বৈকুণ্ঠ হইতে এস ! দেখি প্রাণভরে !
কত দিন দেখি নাই, তাই দেখিবারে—
হয়েছে বড়ই সাধ—এস ত্বরা করে ।

(২)

কত ভাল বেসেছিলে অভাগা সন্তানে,
কেমনে বর্ণিব আমি এক মাত্রাননে ?
ফেলিয়া আমায় সেই কিশোর বয়সে,
গিয়াছ চলিয়া দেব—আর খোঁজ নাই !

(৩)

অপরাধ কি চরণে করেছিনু, মন—
ভাবিয়া করিতে স্থির পারেনাকো মম ;
যেই অপরাধে তুমি দিয়া বিসর্জ্জন—
স্নেহমায়া পুত্র-প্রতি, গেলা স্বর্গধাম ।

(৪)

কত যে কাঁদিনু আমি—মেলিয়া নয়ন,
দেখিলে না তুমি পিতঃ ! নিষ্ঠুর নির্দ্দয় !
অথবা কেমনে আমি বলিব তোমায়—
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ? তুমি দয়ার নিধান !

(৫)

বলি'ত সকলে—তুমি ধর্ম্ম-অবতার,
দয়াবীর, স্নেহবীর ! করুণা অপার—
ছিল দরিদ্রের প্রতি ! দাতাকর্ণ দানে !
শান্তিবারি দিতে তুমি শোকাতুর জনে !

(৬)

যত দিন ছিলে তুমি জীবিত ধরায়
মনোদুঃখ কা'কে তুমি দেওনি সজ্ঞানে ;
ছাড়িয়া পৃথিবী যবে গেলা স্বর্গধামে,
করিলে ব্যত্যয় এর ! একি চমৎকার !

(৭)

যে নীতি ধরায় লোকে করেগো পালন,
স্বর্গে গেলে তার কিগো হয় ব্যভিচার ?
জানিনা অজ্ঞানী আমি স্বর্গের বিধান !
বলে দেও পিতঃ মোরে আমি গো অজ্ঞান !

(৮)

ঘুমায়ে শয্যায় আমি থাকিতাম যবে
কতই শুশ্রূষা তুমি করিতে আমার—
বসি শয্যাপার্শ্বে কভু করিতে ব্যজন !
কভু গাত্রঘর্ম্ম বস্ত্রে করিতে মার্জ্জন।

(৯)

গালে হাত দিয়া কত করিতে সোহাগ !
জাগিয়া কৃত্রিম-নিদ্রা-ব্যজে দেখিতাম—
আমি সব !— হায় কোথা সে সুখের দিন—
অপার আনন্দে আমি যবে ভাসিতাম !

৩

(১০)

পিতৃস্নেহ গাঢ়তর ভুঞ্জিয়া শৈশবে,
যৌবনে দিয়াই পাদ হলেম বঞ্চিত—
সেই স্বর্গসুখ হ'তে—অদৃষ্টের দোষে!
করেছিনু মহাপাপ তাই এ দুর্দ্দশা!

(১১)

তা না হ'লে ঋষিসম পাইয়া জনক,
অকালে হারাবে কেন অভাগা তাহায় ?
যোগরত ঋষিগণ দীর্ঘজীবী হন,
যোগরত পিতা মোর কেন স্বল্পজীবী ?

(১২)

আমারি অদৃষ্ট-দোষে ! নতুবা তাঁহার—
ছিলনা কোনও দোষ— নিষ্কলঙ্ক চাঁদ !
আমারি করম-দোষে অকালে তাঁহার—
হইল মরণ ; হায় কি অভাগা আমি !

(১৩)

ভুলি নাই এক-দিন-তরে সে মূরতি—
সদাশিব-মূর্ত্তিসম — নয়ন-মোহন !
ভক্তি-উদ্দীপক ! তথা শান্তির আধার !
দেখিলে সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয় !

(১৪)

প্রতিষ্ঠা করেছি আমি হৃদয়-মন্দিরে—
সে দেব-মূরতি ! নিতি নিতি পূজি তাঁরে-
দিয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ! আদর্শে তাঁহার,
গঠিত চরিত মম, চেষ্টি করিবারে।

(১৫)

সরল, সুধীর, শান্ত, দয়া-বিগলিত,
বিশ্বপ্রেমে মাখা, নিত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মধুর-ভাষিত,—
সর্ব্বগুণাধার পিতা ছিলেন আমার !

(১৬)

এখন সেরূপ লোক দেখিনা নয়নে,
এখন স্বার্থের রাজ্য এসেছে ভুবনে ;
নিজ নিজ ভোগ তরে সকলে ব্যাকুল !
পরের দুঃখেতে কাঁদে অতি অল্প জনে।

(১৭)

সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া আপনি ফকির
হইতে কজন পারে বলগো এখন ?
পরের সর্ব্বস্ব ল'য়ে, এখন দস্তুর,
সকলে পাইতে চাহে— লৌকিক-সম্মান !

(১৮)

পয়সা হইল যার— হ'ক না পামর—
তথাপি তাহার পদ, অনেকে লেহন—
করিতে কুণ্ঠিত নহে— কুক্কুরের মত !
ধর্ম্ম পড়িয়াছে বলি— ধনের মন্দিরে !

(১৯)

হয়েছি আমরা ঢালা বিদেশী ছাঁচেতে,
আর্য্যধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়ে এবে মোরা—
হয়েছি বিকৃত অতি ! চেনা নাহি যায়—
করিলে তুলনা পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে !

(২০)

চৈতন্য হয়েছে এবে ; বুঝেছি এখন
ভুলিতে হইবে সব— যা শিখেছি মোরা—
বিদেশীর কাছে ! তাই আদর্শ তোমার—
পিতঃ ! এত প্রিয় মোর হয়েছে এখন !

(২১)

উঠিয়া সূর্য্যের আগে করি প্রাতঃস্নান,
বসিতে সন্ধ্যায় তুমি,— উঠিতে যখন—
উঠিত মস্তকে সূর্য্য ; করি মিতাহার,
লভিতে বিশ্রাম-সুখ— মিত পরিমাণ।

(২২)

বৈকালে সংসার-কার্য্য করি সমাপন,
আবার বসিতে তুমি সন্ধ্যায় আপন ,
জপ তপ সন্ধ্যাধ্যানে থাকিতে মগন—
বহুক্ষণ ধরি, পরে করিতে অশন।

(২৩)

করিয়া সমাপ্ত নৈশ অশন, শয়ন—
করিতে শয্যায় তুমি, স্মরি ভগবানে ;
ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র করিয়া শয়ন,
আবার উঠিতে তুমি স্মরি ভগবানে।

(২৪)

পিতাগো করগো মোরে এই আশীর্ব্বাদ—
তোমা সম ধর্ম্মরত ভক্ত যেন হই !
পর দুঃখে আত্মসুখ দিয়া বিসর্জ্জন,
যেন সদানন্দে রই— যেন দেখা পাই !
ওঁ স্বস্তি ! ওঁ স্বস্তি !! ওঁ স্বস্তি !!!

(১৫)

গাও সবে মিলে আজ যত ভারত-সন্তান—
একতান-মনপ্রাণ— ভারতের দুঃখ-গান !
সেই সন্তান-ক্রন্দনে, কাঁদিবে মায়ের প্রাণ,
পাষাণের মেয়ে বটে, কিন্তু মা নহে পাষাণ !

(১৬)

এখন হইতে মার বিসর্জ্জন নাহি হবে,
সোনার ভারতে এই দুর্দ্দিন যদিন রবে,
থাকিতে দুর্দ্দিন এই, রব কেমনে নীরবে ?
যতকাল রবে দুঃখ, পূজিব মায়েরে সবে।

(১৭)

রাবণের গ্রাস হ'তে জানকী-উদ্ধার-তরে,
করেছিলা রঘুমণি, অকালে বোধন মার ;
দানবের গ্রাস হ'তে জননী-উদ্ধার-তরে,
আমরা সকলে নিত্য করিব বোধন মার !

(১৮)

বিশাল ভারত-ক্ষেত্র হইবে মায়ের পীঠ,
তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরি হইবে মুকুট ;
অসংখ্য বিচিত্র মেঘ হইবে মায়ের চাল,
অনন্ত ভারতাকাশ হ'বে চাঁদোয়া-পাল !

(১৯)

নর্ম্মদা, যমুনা, সিন্ধু, তথা গঙ্গা, গোদাবরী—
ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, কৃষ্ণা, তাপ্তী, কাবেরী—
সরস্বতী, ভাগীরথী, সরযূ, গোমতী—আর
অবশিষ্ট নদ নদী হইবে রজত-হার !

(২০)

নির্ঝর-ঝর্ঝর-শব্দ হইবে ঢাকের রব,
সানাই বাজনা হ'বে বিহঙ্গ-কুলের রব ;
সাগর-তরঙ্গ-ধ্বনি হ'বে কামানের রব,
সে রবে কাহার সাধ্য পারে থাকিতে নীরব ?

(২১)

সে রবে রবেনা দুঃখ, জেনো হইবে নীরব—
প্রজাদ্রোহী পশু যত! কোটী কোটী জন-রব—
শুনিয়া তাহারা যাবে, পলায়ে যথায় সব—
আছয়ে কুটুম্ব জন ; আশা কেবল কেশব !

(২২)

নাহি অস্ত্র, নাহি শস্ত্র,—নাহি কামান বন্দুক,
নাহি বারুদ গোলক,— আছয়ে কেবল মুখ ;
কোটী কোটী মুখে মোরা— করিব মায়ের স্তব !
শুনে প্রতিধ্বনি, হ'বে ভয়েতে কম্পিত সব !

(২৩)

রাম রঘুমণি ল'য়ে করেতে ধনুক বাণ,
নীলোৎপল তরে নিজ নয়ন যুগল যান—
উৎপাটিতে ; অমনি মা ধরিলা করেতে তাঁরে,
সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বর দিলেন তাঁহারে।

(২৪)

আমরা পঁচিশ কোটী মায়ের সন্তান মাকে—
উৎপাটি নয়ন দিব উপহার ঝাঁকে ঝাঁকে !
দেখি মা প্রসন্না নাহি ক দিন হইতে পারে !
সন্তানের পূজা কভু মা কি উপেক্ষিতে পারে ?



কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও প্রার্থনা।



(১)

কেমনে বলিব তুমি নহ বিদ্যমান

হে আনন্দময়ী মাতঃ! দেখি অনুক্ষণ—

যবে এ বিশ্বসংসারে, অপূর্ব্ব কৌশল—

তব— প্রত্যেক বস্তুতে; অদ্ভুত সকল!

(২)

মাতৃ-কুক্ষি-কারাগারে ছিলাম যখন,

কেমন সুন্দর-ভাবে রক্ষিলে আমায়!

পাছে কোনরূপে লাগে গায়েতে বেদন,

ব'লে, জলকোষ সৃজিলা তথায়!

(৩)

অক্ষম জানিয়া মোরে করিতে আহার,

মাতৃ-নালে মম নাল করিলা যৌজিত;

জননী যাহাই খান— আমার আহার—

হয় গো তাহাতে; তব অপরূপ লীলা!

(৪)

ভূমিষ্ঠ হইনু যেই, জননীর স্তনে—

দিলা তুমি দুগ্ধ মম তরে সুমধুর!

দেখিবার তরে দিলা নয়ন আননে,

কর্ণ দিলা গীত বাদ্য শুনিতে মধুর!

(৫)

বিবিধ সুরস দ্রব্য আস্বাদন তরে—

দিলা মোরে জিহ্বা তুমি ; দিলা ঘ্রাণেন্দ্রিয়

বিবিধ ফুলের বাস আঘ্রাণের তরে ;

স্পর্শসুখ ভোগ জন্য দিলা স্পর্শেন্দ্রিয়।

(৬)

হস্ত দিলা কাজকর্ম্ম করিবার তরে ;

পাদদ্বয় দিলা মোরে করিতে ভ্রমণ—,

একস্থান হ'তে অন্য স্থানেতে গমন ;

যে যে যন্ত্র প্রয়োজন দিলা অকাতরে।

(৭)

তব কৃপাগুণে মাগো ! শশিকলা-সম

দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে হইনু এমন !

পড়েছিনু কতবার রোগেতে বিষম !

বাঁচিতাম না গো বিনা তোমার যতন।

(৮)

বিপদে পড়িনু কত, নাহিক গণনা,

উদ্ধার কেমনে হব ভাবিয়া না পাই !

কিন্তু মাগো যত বার ডেকেছি তোমায়,

অমনি আসিয়া তুমি করেছ উপায় !

(৯)

কাল কি খাইব তার, না ছিল সংস্থান ;

(কিন্তু) কোথা হ'তে আসে অর্থ, না জানি সন্ধান ;

মায়ের, ভক্তের প্রতি আশ্চর্য্য বিধান !—

যে করেছে মার পায়ে, আত্ম-বলিদান !

(১০)

নিজের তরে না শুধু, পরের জন্যেতে
যা চেয়েছি তা পেয়েছি, মায়ের কাছেতে ;
এযে অদ্ভুত ঘটনা, কে করে বর্ণনা ?
মায়ের ভক্তের প্রতি অপার করুণা !

(১১)

প্রতি দিন কৃপা তব দেখিয়া নয়নে,
অভাগা, তোমাকে মাগো ভুলিবে কেমনে ?
অবিশ্বাস, কৃতঘ্নতা— দুই মহাপাপ—
করিলে পাইব শেষে বড় মনস্তাপ !

(১২)

তাইমা বলি গো শুন দেহ মোরে বর—
যেন অবিশ্বাসী, যেন কৃতঘ্ন, না হই ;
জানি নাহি প্রায়শ্চিত্ত এ দুই পাপের !
জানি নাহি প্রায়শ্চিত্ত এর মৃত্যু বই !

(১৩)

জ্বলন্ত তোমার মূর্ত্তি দেখি স্তরে স্তরে !
দেখি অপূর্ব্ব কৌশল আপন শরীরে ;
একটি মানব-দেহ একটি জগৎ !
তাহার ভিতরে আছে শৃঙ্খলা বৃহৎ।

(১৪)

স্থূল সূক্ষ্ম বহু যন্ত্র ক'রে অবিরাম,—
কাজ তথা ; চলে রক্ত,হ'তে রক্তধাম—
শিরায় শিরায় তথা ধমনী-ভিতরে,
যোগায় ধমনী শিরা রক্ত স্তরে স্তরে।

(১৫)

ধুইয়া সকল দেহ— দিয়া বল তারে,
দুর্ব্বল দূষিত রক্ত ফেরে নিজ ঘরে ;
দ্বিধা-বিভক্ত সে ঘর ; হৃৎপিণ্ড নামেতে—
বিদিত বিজ্ঞানে তাহা ; না পারি বর্ণিতে—

(১৬)

সূক্ষ্ম শিল্প ইহাতে যা আছে অপরূপ !
অপূর্ব্ব ফুস্ ফুস্ যন্ত্র—এর অনুরূপ !
দুইটী পরদা তার,—নির্ম্মল বাতাস—
ঢোকে একটী-ভিতরে ; দূষিত বাতাস—

(১৭)

বাহিরায় অন্য দিয়া ; দেহের পূরণ—
আর দেহের শোধন,-করে এইরূপে !
বায়ুকে বলেছে প্রাণ—ইহারি কারণ ,
প্রাণ বন্ধ হ'লে প্রাণী বঁচিবে কিঁ রূপে ?

(১৮)

নিশ্বাস প্রশ্বাস সাম্য-ভাবে যতক্ষণ
থাকে, ততক্ষণ প্রাণী সুস্থভাবে ;
ব্যত্যয় হইলে এর, যায় অন্য ভাবে ;
বায়ুর প্রকোপ হ'লে হয় তনু ক্ষীণ।

(১৯)

সেই রূপ পিত্ত কফ হইলে কুপিত—
কিম্বা বায়ু পিত্ত কফ,—অথবা একটী—
এর হইলে কুপিত, হয় উপস্থিত—
ঘোর গণ্ডগোল ! খসে নক্ষত্র একটী !

(২০)

সামঞ্জস্য তুমি মাগো ! সতত রেখেছ ;
না জেনে কেবল মোরা তোমার নিয়ম,
দূষি গো তোমায় কত ! অপরাধ ক্ষম
কৃপাময়ী ব'লে তুমি চরণে রেখেছ।

(২১)

মস্তক মস্তিষ্কাধার— কেমন সুন্দর—
কেশে ঢাকা, আর কপালে আবৃত !
ভ্রূ-পল্লব-দ্বারা নেত্র রক্ষিত সুন্দর !
শ্রবণ বিবর কিবা কেশেতে রক্ষিত !

(২২)

বসা, মজ্জা, অস্থি, আর ধমনীমণ্ডল,
গ্রন্থি, লোম, লোমকূপ, অঙ্গুলি-সকল—
প্রত্যেকে দেদীপ্যমান অপূর্ব্ব কৌশল
তব, হে আনন্দময়ী ! সুন্দর শৃঙ্খলা !

(২৩)

গলনলী দিয়া খাদ্য যায় পাকস্থলী—
তথায় পচিত হ'য়ে যায় পায়ুদেশে ;
জীর্ণ খাদ্য হ'তে রক্ত যায় রক্তস্থলী,
অসার খাদ্যের অংশ যায় বহির্দ্দেশে।

(২৪)

শ্রান্তিদূর তরে নিদ্রা করেছ সৃজন ;
দিবসে করিয়া শ্রম ক্লান্ত জীবগণ—
আশ্রয় লয় গো তার ; নবীভূত হয়—
তাহে সমস্ত শরীর, তোমার কৃপায়।

(২৫)

আমার তরেতে তুমি সৃজিলা পাদপ—
লতা ; ফলপুষ্পে পূর্ণ করিলে তাহায় !
সে তরু-তলেতে বসি কত দিন জপ—
করিলাম আমি—স্নিগ্ধ হলেম ছায়ায়।

(২৬)

সুস্বাদ ফলেতে তার, উদর পূরণ
করিলাম কত আমি ! কুসুম চয়ন—
করিলাম কত লতা হ'তে অগণন !
ক'রিলাম মনসাধে তোমার পূজন !

(২৭)

ধন ধান্যে পূর্ণ ধরা, করিলা জননী—
সকলি আমার তরে ; দিলা অরণ্যানী
ক'রে পূর্ণ শাখি-গণে, তথা পশুপালে ;
কত সুখ লিখেছ মা আমার কপালে !

(২৮)

সুখের তীব্রতা মাগো ! অনুভব তরে—
তেমতি দিয়াছ দুঃখ ভুঞ্জিবারে মোরে ;
মিষ্টান্ন অনেক খেলে হয় রুচি যথা—
তেঁতুল ভক্ষণে, সুখ-পরে দুঃখ তথা !

(২৯)

মম পানীয়ের তরে করিলা সৃজন—
কত নদ নদী ! কত হ্রদ ও সাগর !
তাহে ছাড়ি দিলা কত মৎস্য অগণন !
সৃজিলা তীরেতে কত অপূর্ব্ব প্রান্তর !

(৩০)

দিলা মুক্তা শুক্তি-মধ্যে, অনেক প্রবাল-
দ্বীপ সৃজিলা জলেতে ; সুবর্ণ রজত
হীরা রাখিলা খনিতে ; রাখিলা মৃণাল—
জলে কমল-সহিত ; মণি মরকত—

(৩১)

সৃজিলা ; সৃজিলা তথা কত পদ্মরাগ ;
সৃজিলা চন্দন, ধূপ, ধূনা ও গুগ্‌গুল !
সৃজিলা সূরজ শশী তথা তারাদল !
দিয়াছ সকলে তুমি নিজ নিজ ভাগ !

(৩২)

বঞ্চিত কাহাকে তুমি করোনি ধরায় !
অতি দীন হীন মাগো ! তোমার কৃপায়-
পেয়েছে সকলি যাহা তার প্রয়োজন,
না বুঝে কেবল ক'রে দুঃখ অনুক্ষণ।

(৩৩)

স্থূল সূক্ষ্মে নাহি ভেদ ! সকলি সমান—
জ্ঞানীর নয়নে ! দেখ ক্ষুধা শান্তি পায়-
মোটা সরু ভাতে ! মোটা কাপড় সমান
সরু কাপড়ের সঙ্গে— নিবারণ হয়—

(৩৪)

লজ্জা শীত উভয়েতে ; প্রবৃত্তি যেমন !
রুচি-অনুসারে হয় মায়ের বিধান !
বাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি ! যিনি যাহা চান—
একাগ্র সুদৃঢ় মনে, তিনি তাহা পান।

(৩৫)

কেমনে বিশ্বাসী ভক্ত ভুলিবে তোমায়—

বল ? যতক্ষণ তার মনেতে রয়েছে—

গাঁথা যত উপকার পেয়েছে ধরায়—

রাশি রাশি, অগণন মাগো ! তব কাছে।

(৩৬)

তাই বলি মাগো ! দেহ মোরে এই বর—

যত দিন দেহে রবে প্রাণ, তত দিন—,

করি যেন মাগো ! তব মহিমা ঘোষণ,

সহি যেন দুঃখ কষ্ট হইয়া নীরব।

(৩৭)

সন্দেহ আসিলে ভক্তি রবেনা কখন,

আসন্ন মরণ তব জানিও তখন ;

অবিশ্বাস মহাপাপ ! সন্দেহ বিষম—

শত্রু, গ্রাসিলে তোমায়, ঘটিবে বিষম।

(৩৮)

তাহ'তে নির্গম নাই সহজে তোমার—

রক্ষা নাই ! রক্ষা নাই ! বিনা কৃপা মার ;

এস তাই প্রাণ-ভরে ডাকি মাকে ভাই,

উচ্চৈঃস্বরে একতানে ডাকি মাকে তাই।

(৩৯)

এস ডাকি মাকে যাতে পরিত্রাণ পাই—

এস প্রাণ ভরে মাকে ডাকি গো সবাই—

এ গ্রহ না ঘটে যেন—তোমার দোহাই—

করো মা ! এদের হাত যাহাতে এড়াই !

(৪০)

ওমা ! বলি শুন দেহ মোরে এই বর,—
যতক্ষণ মম ক্ষীণ কণ্ঠে রবে স্বর,
গাইতে গাইতে তব মহিমার গান,
ধরা হ'তে যেন পারি করিতে প্রয়াণ !
ওঁ স্বস্তি ! ওঁ স্বস্তি !! ওঁ স্বস্তি !!!



স্বপ্ন।



(১)

দেখিনু স্বপনে এক মূরতি মধুর,
 স্নেহের অনন্ত খনি—পূর্ণ গরবিণী!
অনুপম রূপরাশি, শোভিছে চিকুর-
 দাম প্রফুল্ল আননে, প্রেম-পাগলিনী!

(২)

সুনীল কমলদুটী আননে বসান,
 বিকীরিত করিতেছে অপূর্ব্ব কিরণ!
অবিরাম হইতেছে অমৃত ক্ষরণ,
 আপ্লুত দর্শক-দেহ, সিঞ্চিত বসন।

(৩)

অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মূর্ত্তি! মন-প্রাণ-হরা!
 দেখিলে নিশ্চয় তুমি হবে আত্মহারা,
ঝলসিত দুনয়ন সে কিরণ-জালে,
 অনুপম গতি তাঁর জিনেছে মরালে।

(৪)

ধীরে ধীরে আসি দেবী বসিলা সমীপে,
 করিল নিস্তেজ তাঁর দেহাভা প্রদীপে,
মিটি মিটি দীপালোক মাঝে সেই জ্যোতি-
 র্ম্ময় রমণী-মূরতি শোভিতেছে অতি।

(৫)

মৃদু মৃদু স্বরে দেবী জিজ্ঞাসা করিলা—
কুশল-বারতা মম,—আর জিজ্ঞাসিলা—
কেন আমি বিষাদিত ? কি দুঃখ আমার ?
একাকী কেন বা আছি ? অভাব কিসের ?

(৬)

কোন্ দেশে বাড়ী মম, কি কাজ করিতে—
এসেছি হেথায় আমি, কে আছে বাটীতে ?
ইচ্ছা-সুখে আসিয়াছি ?—অথবা জ্বালায় ?
অথবা বিরাগী হ'য়ে আপন ইচ্ছায় ?

(৭)

শুনি প্রশ্নাবলী স্তব্ধ চকিত হইনু !
পড়িলাম অকস্মাৎ যেন হ'তে সানু ;
ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইনু তখন,
কি দিব উত্তর ভেবে আকুলিত-মন !

(৮)

মনের অবস্থা মম বুঝিয়া রমণী—
ধরিলা হস্তেতে মোর ;—সুমধুর বাণী—
বাহিরিল মুখে তাঁর,—কি ভয় তোমার ?
শোক দুঃখ থাকে—আছে প্রতিকার তার।

(৯)

বল তুমি মন খুলে দিতেছি অভয়,
বলিলে আমার কাছে নাহি কোন ভয় ;
বলিলে মনের জ্বালা জুড়াবে এখন
দুঃখের রজনী যাবে আসিবে সুদিন !

(১০)

শুনিয়া আশ্বাসবাক্য সাহসে নির্ভর
করিয়া বলিনু আমি, কাহিনী দুর্ভর !
দেবী আমি চির দিন প্রেমের কাঙ্গালী—
যে প্রেমে নাহিক স্বার্থ—নাহি দলাদলি।

(১১)

জগতে যে প্রেম দেখি, সবু স্বার্থ-দুষ্ট,
স্বার্থের সংশ্রবে প্রেম সব হয় নষ্ট !
কলসী-পূরিত দুগ্ধে এক ফোটা চোণা—
যেমতি ; তেমতি প্রেমে স্বার্থ এক কণা।

(১২)

এক কণা স্বার্থ পড়ি প্রেমের ভাণ্ডেতে,
প্রেম-সুধা বিষ করে বিদিত জগতে,
সে বিষ-পানেতে হয় মানুষ অসুর,
দেবত্ব ঘুচিয়া হয় সমান পশুর।

(১৩)

সেবিষে জর্জ্জর দেহ হয়েছে আমার,
এসেছি হেথায় তাই ছাড়িয়া সংসার,
আছে মোর দারা সুত দুহিতা জননী,
ভাই বন্ধু সব আছে ধনে মানে মানী।

(১৪)

কিন্তু কই ভালবাসা—নিষ্কাম অটল ?
প্রাণোৎসর্গ কই আর বিশ্বাস অটল ?
অল্পেতে ভঙ্গুর সব—সহজে চঞ্চল !
এই আছে এই নাই—স্বার্থই প্রবল !

(১৫)

থাকে কাছে যতক্ষণ অপর্য্যাপ্ত ধন,
 ততক্ষণ আমি বড় আদরের ধন !
বুদ্ধি-বিদ্যা-গুণবত্তা-রূপের আধার !
 যেই আমি লক্ষ্মী-ছাড়া, অমনি আঁধার !

(১৬)

চাইনা তেমন প্রেম মুহূর্ত্তে ভঙ্গুর,
 চাইনা তাহাকে যেনা করয়ে সবুর !
চাইনা তাহাকে 'দেও' বলিবামাত্রেতে—
 যথা তথা হ'তে এনে হবে যারে দিতে !

(১৭)

শান্তি নাই, সুখ নাই—সংসার ভিতরে !
 আপন ইচ্ছায় তাই—এসেছি হেথায়,
একাকী রয়েছি শুয়ে,—স্থণ্ডিল শয্যায় ;
 অনন্ত শূন্যের ভাব—হৃদয়-ভিতরে !

(১৮)

অভাগার দুঃখরাশি করিতে দ্বিগুণ—
 কেন দেবী দেখা দিলে ?—কি কাজ হেথায়-
তব বুঝিতে না পারি ! সম্বর এখন—
 তব আয়ত লোচন— না চাহি তোমায় !

(১৯)

মধুর হাঁসিয়া দেবী বলিলা আমায়,
 হে ভদ্র এসেছি আমি স্বরগ হইতে,
ঈশ্বর-আদেশে হেথা লইতে তোমায় ;
 আমা সাথে তথা তব হইবে যাইতে ।

(২০)

প্রেমের ভিখারী তুমি— প্রেম-শূন্য ধরা !
এখানে তোমার বাস যোগ্য নাহি হয়,
বৈকুণ্ঠ-ধামেতে চল পাবে প্রেম-ধারা ;
অনন্ত অসীম ধারা শুষ্ক নাহি হয় !

(২১)

এক বিন্দু প্রেম-সুধা যদি পান কর,
হইবে অমর তুমি চির শান্তি পাবে ;
শোক দুঃখ দূরে যাবে—পাইবে অপর—
মূর্ত্তি কাঞ্চন-সন্নিভ—চিরসুখী হবে।

(২২)

নিষ্কাম প্রেমের ভূমি—স্বরগের-পুরী,
নয়ন মোহিত হয় দেখিলে মাধুরী !
স্বার্থক জীবন তার যে দেখে তাঁহারে,
ধরা তাকে দূরে থাক ! ছুঁতে যমে নারে।

(২৩)

স্বার্থক জীবন তব ! দেখিতে যাঁহারে—
না পান মহর্ষিগণ, দেখিতে তোমারে
ব্যাকুল অন্তর তাঁর—চল ত্বরা করি,
যথায় আছেন বসে বৈকুণ্ঠের হরি !

(২৪)

উঠাইলা বামা মোরে, ধরিয়া করেতে ;
উঠিনু তখনি আমি ঘুমের ঘোরেতে ;
উঠিনু উঠিয়া হায়, দেখিনু আঁধার !
কোথা সেই দেবীমূর্ত্তি ? সব শূন্যাকার !

(২৫)

জ্বালিয়া দ্বিগুণ মোর হৃদয়-আগুণ—
জগৎ আঁধার করি-হায় অন্তর্ধান
করেছেন স্বর্গ-দেবী! করি হায়! হায়
অভাগা অবার শুলো স্থণ্ডিল-শয্যায়।

(২৬)

কাতরে করুণা করি শ্রান্তি-বিনাশিনী
নিদ্রাদেবী আসি ক্রোড়ে নিলা অভাগারে!
আবার দেখিনু স্বপ্নে মূরতি মোহিনী—
কিন্তু সে মূরতি নহে—এবে ভিন্নাকারে।

(২৭)

অপূর্ব্ব মূরতি বটে—কিন্তু স্নেহময়ী—
জননী-সদৃশ, আসি উঠাইলা মোরে
ধরি করে, নিলা তুলি ক্রোড়ে, দয়াময়ী—
সস্নেহ বচনে কত জিজ্ঞাসিলা মোরে।

(২৮)

করযোড়ে জিজ্ঞাসিনু কোন্ দেশ হ'তে—
মাগো এসেছ হেথায়! অভাগার প্রতি—
এত দয়া কেন মাতঃ? কোথা হবে যেতে
হেথা হ'তে? বল দয়া করি পুত্র প্রতি।

(২৯)

জননী আনন্দময়ী শুনিয়া বচন
মোর—বলিলেন বৎস! লইতে তোমায়
এসেছি বৈকুণ্ঠ হ'তে—যাইব তথায়—
লইয়া তোমায়—এই আদেশ-বচন।

(৩০)

হৃদয় তোমায় প্রতি বৈকুণ্ঠের নাথ !
এসেছিলা স্বর্গ-দেবী তাঁহার আদেশে—
লইতে তোমায়, কিন্তু নিদ্রার আবেশে—
তুমি হইয়া বিভোর, ছেড়োছ সে সাথ।

(৩১)

আবার এসেছি আমি তাঁহার আদেশে,
লয়ে যাব তোমা-ধনে সে অমর দেশে ;
চল ত্বরা করি—যথা বৈকুণ্ঠের পতি—
তোমাধনে দেখিবারে সমুৎসুক অতি।

(৩২)

নিষ্কাম প্রেমের খনি—বৈকুণ্ঠ নগরী !
প্রেমের ভিখারী তুমি—প্রেমের ভাণ্ডারী—
হরি, ভকত-অধীন ; ভকত যে জন—
পায় প্রেম অবিরাম বিনা আকিঞ্চন।

(৩৩)

পরম ভকত তুমি—তোমার কারণ
নির্ম্মিত হয়েছে বাটী—অপূর্ব্ব-গঠন—
ভকত-মণ্ডলী-মাঝে, থাকিবে তথায়,
হরি-প্রেম-গান গায় নিয়ত যথায়।

(৩৪)

করি হরিধ্বনি যথা ভ্রমর ঝঙ্কারে,
করি হরিধ্বনি যথা পাখী গান করে,
হরিধ্বনি হয় যথা পর্ব্বত-নির্ঝরে,
হরি-প্রতিধ্বনি হয় পর্ব্বত-গহ্বরে।

(৩৫)

হরি বোল হরি বোল ভিন্ন অন্য বোল—
যথায় নাহিক আর ! সকলে পাগল—
কেবল হরির নামে ! গায় পিককুল—
কেবল হরির নাম ! ডাকে হরি গোকুল।

(৩৬)

আকুল সবাই হরি ব'লে ! হরিনাম-
সুধা কেবল আহার ! গায় হরিনাম !
খায় হরি নাম—মাখে গাত্রে হরিনাম !
যথা ধন ধান্য রত্ন এক হরিনাম।

(৩৭)

হরিনামে স্বার্থ ভুলে সকলে আপন—
হয়েছে তথায়, নাই আত্মপরজ্ঞান !
উপকার ক'রে নাহি চায় প্রতিদান !
স্বার্থের উপরে ন্যস্ত নহে প্রেমধন।

(৩৮)

চল বাছা ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ নগরী,
যাহার সকাশে তুচ্ছ হয় স্বর্গপুরী—
কি কব ধরার কথা এত যম-পুরী !
বিলম্ব সহেনা বাছা রহিতে না পারি।

(৩৯)

অমনি চলিনু আমি তাঁহার পশ্চাতে,
পুষ্পক-রথেতে তুলি লইলা পার্শ্বেতে ;
নিমেষ-মধ্যেতে রথ বৈকুণ্ঠ নগরী—
উত্তরিল—দাঁড়াইল ছাড়ি দ্বার দ্বারী।

(৪০)

দয়াময়ী দয়া ক’রে করেতে ধরিয়া,
লয়ে গেলা যথা হরি ছিলেন বসিয়া ;
দয়াময় দয়া করি নিলা মোরে কোলে,
হরি হরি হরি ধ্বনি বলিল সকলে !

অধীনতা

(১)

স্বাধীনতা-ধন অমূল্য রতন !
'শ্ববৃত্তির্ণ কদাচন'—শাস্ত্রের শাসন,
ব্রাহ্মণের প্রতি এই—কঠোর বিধান !
পতিত ব্রাহ্মণ তাহা—করেনা পালন !

(২)

উপবীত-ধারী সব—কলিতে এখন—
যবন-অধীনে করে লেখনী চালন !
মসীজীবী হ'য়ে সবে—ধর্ম্মে বিসর্জ্জন—
দিয়াছেন এবে ; নাই ইহার মার্জ্জন।

(৩)

ঋষিগণ যোগরত ছিলেন যখন,
করেছিল এই দেশ কি শোভা ধারণ !
তখন ভারত ছিল স্বর্গের মতন !
পবিত্র ভারত হয়, নরক এখন !

(৪)

পরপদলেহী যত পতিত সন্তান,
রত্নগর্ভা জননীর কলঙ্কের স্থান,
ভাবিলে এসব কথা বিদরে পরাণ !
ভাবে তাই কয়জন পাষণ্ড সন্তান ?

(৫)

ভাবিতে ভাবিতে কভু দুঃখ-অবসান—
হ'লেও হইতে পারে! কে করে নির্ব্বাণ
মনানল, যদি সবে ঘুমে অচেতন!
না করে কেহই যদি দুঃখের চিন্তন!

(৬)

দাসত্বে চলিয়া যায় মানসিক তেজ!
মানসিক বৃত্তি গুলি থাকেনা সতেজ!
ধরায় পতিত গ্যাসক্ষয়ে ব্যোমযান,
মানব পতিত হলে তেজ-অন্তর্দ্ধান!

(৭)

নিস্তেজ মানব হ'তে কি আশা বলনা?
রাজ-শূন্য রাজ্যতরি কদাচ চলেনা,
কর্ণধার-শূন্য তরি কখন চলেনা,
বাষ্পশূন্য লৌহযন্ত্র কখন নড়েনা।

(৮)

তেজঃক্ষয় যাতে হয় করোনা এমন—
কাজ; ব্রহ্মতেজ বিনা—নহে হে ব্রাহ্মণ—
কেহ; যদি তুমি হ'তে চাও সুব্রাহ্মণ
করোনা চাকরী কভু— থেক হে স্বাধীন।

(৯)

অধীনতা নানাবিধ আছয়ে সংসারে—
সামাজিক-রাজনীতি-পরিবার-গত,
সকল অপেক্ষা জ্বালাকর ব্যক্তি-গত!
ভোগে সে গো সে যন্ত্রণা, দাসত্ব যে করে।

(১০)

উঞ্ছবৃত্তি ভাল পর-দাসত্ব-অপেক্ষা,
অনশনে মৃত্যু শ্রেয়ঃ হয় তদপেক্ষা!
পতিত আমরা তাহা—বুঝেও বুঝিনা,
ঘৃণা লজ্জা নাই, তাই ভেবেও ভাবিনা!

(১১)

ধর্ম্মবিসর্জ্জন দিয়া অধিক বেতন—
পাইতে লোলুপ মোরা! কি লজ্জার কথা!
বলিতে সকল কথা বড় পাই ব্যথা!
নির্দ্দোষীকে দোষী ব'লে দিই বিসর্জ্জন।

(১২)

লঘু পাপে গুরুদণ্ড করিগো বিধান—
করিতে মনিবে তুষ্ট—নির্দ্দয় এমন!
যেন অর্থ ভিন্ন নাই—আর কিছু ধন!
যেন চতুর্ব্বর্গ-ফল এক প্রমোশন!

(১৩)

এমন অনেক ঘটে, কিছু লাভ নাই—
কেবল সাহেবে তুষ্ট করিতে যাইয়া,
অনেক ঘরের কথা তাঁকে ব'লে দিই—
মাতৃ-কন্যা-কুৎসা গাই তথায় যাইয়া!

(১৪)

অকারণে "বাবা" ব'লে—কলঙ্ক রটাই,—
মায়ের,— নির্জ্জনে ধূলি লইগোপায়ের,
লইয়া মাথায় দিই— ছি ছি কি বালাই,
বাহিরে আসিয়া নিন্দা করি সাহেবের!

(১৫)

ছি ছি কি লজ্জার কথা ! মরিগো মরমে !
মরিগো দুঃখের কথা বলিতে, শরমে !
হায় বিধি, কেন মোরা জন্মিয়া মরিনি !
শুনিতে না হ'ত ম'লে দারুণ কাহিনী !

(১৬)

আর্য্যের সন্তান হ'য়ে, দাসত্ব-লাঞ্ছনা !
একি বিধি বল মোর ললাট-লেখনা !
লিখিতে বিদরে প্রাণ !—সহেনা যাতনা !
বলবিধি এর কভু, শেষ কি হবেনা ?

(১৭)

বল কবে হবে এই দুঃখ-অবসান ?
নিশা যায় দিন আসে দেখিগো বিধান !
আমাদের নিশার কি নাহি অবসান ?
অনন্ত অসীম নিশা ! একিগো বিধান ?

(১৮)

গগণে উদিত চন্দ্র হয় প্রতিপদে,
মোর নিশা গাঢ় হয় প্রতি প্রতি পদে;
শুক্লপক্ষ নাহি আসে সদা কৃষ্ণপক্ষ !
মম পক্ষে কেন বিধি জানিনা বিপক্ষ !

(১৯)

এইরূপে চির দিন যদি যায় দিন,
কিসের লাগিয়া প্রাণ ধরিবে এ দীন ?
বিষহীন-ফণী-পারা হ'য়ে তেজোহীন,
মৃতের মতন আর কাটাব কদিন ?

(২০)

দয়াময়! দয়া ক'রে লহ সবে কোলে,
কাতর হইয়া ডাকি আমরা সকলে;
দাসত্ব-পীড়িত জনে দেহ পদাশ্রয়,
ভারত-বাসীরা আজ বড় নিরাশ্রয়!

(২১)

না আছে এমন জন কাঁদে কাছে যার,
পরাণ খুলিয়া ব'লে হৃদয়-যাতনা!
পুত্রের দুঃখেতে কাঁদে হৃদয় তোমার,
তোমার নিকটে আশা পাইতে সান্তনা!

(২২)

বিদিত জগতে তুমি অতি দয়াময়,
নিরাশ্রয়, শোকাতুর, দীনের সহায়!
দীন নিরাশ্রয় তাই ভারত-সন্তান,
লয়েছে শরণ তব পেতে পরিত্রাণ।

(২৩)

অনেক যন্ত্রণা তারা পেয়েছে জীবনে,
আরও যন্ত্রণা দিলে সহিবে কেমনে?
পরীক্ষা হয়েছে শেষ, দেহ পরিত্রাণ!
এই ভিক্ষা মাগি মোরা ভারত-সন্তান!

(২৪)

তুমি না করিলে ত্রাণ, সাধ্য আর কার—
অসাধ্য রোগের হায়! করে প্রতিকার?
এস দয়াময়! দীনে করহ উদ্ধার
তাপিত সন্তান ডাকে, সহিত শ্রদ্ধার!

বিদায়।

—✱✱—

(১)

প্রিয় সহোদর! তব হৃদয়-গগণে—
ছিনু একদিন আমি অকলঙ্ক চাঁদ!
কুটিল কালের গতি বুঝিব কেমনে?
হইনু এখন আমি সকলঙ্ক চাঁদ!

(২)

যা ছিনু তাহাই আছি; তবে কেন হেন
বিপরীত ভাব? কেন স্নেহের অভাব?
ক্ষণিক জগতে সব, জানিয়াও কেন—
সবে পড়ে স্নেহপাশে? অজ্ঞানের ভাব।

(৩)

থাকে স্নেহ যতক্ষণ, রঞ্জিত নয়নে—
দেখে লোকে; যেই সেই স্নেহ চলে যায়,
অরঞ্জিত দেখে সব! সকলি এক্ষণে—
আবৃত আঁধারে! শ্বেতে কৃষ্ণ জ্ঞান হয়!

(৪)

মায়াময় এ জগৎ। মায়ার ছলনে—
স্নেহ ভালবাসা সব! মায়ার অভাবে—
নিজ পর হয়! সেই মায়ার প্রভাবে
পর নিজ হয়! বদ্ধ প্রেমের বন্ধনে!

(৫)

দেখ ! পদ্মের দুহিতা প্রেমের বন্ধনে—
হয়, স্বামীর অধীন ! প্রেমাভাব হ'লে—
সেই পতিগতপ্রাণা—মরে উদ্বন্ধনে !
প্রেমের অসাধ্য কিছু নাহি পৃথ্বীতলে !

(৬)

যতক্ষণ ভালবাসা, ততক্ষণ সব—
সুন্দর নির্ম্মল ! হয় যেই স্নেহাভাব—
যাহাছিল এক দিন অকলঙ্ক চাঁদ,
দেখে বোধ হয় তাকে সকলঙ্ক চাঁদ !

(৭)

দোষ দিবনা তোমার—দোষ অদৃষ্টের !
দোষ আমার ! নাহ'লে জানিয়া নশ্বর—
স্নেহ ভালবাসা—কেন পড়িলাম আমি—
স্নেহপাশে ? ইচ্ছা তাঁর যিনি অন্তর্যামী !

(৮)

জেনেছি এখন তিনি বিনা গতি নাই—
তাই সব ছেড়ে করেছি এসঙ্কল্প এবে—
দৃঢ়,—যতদিন দেহে মম প্রাণ রবে,
জগৎ-ঈশ্বরে আমি ডাকিব সদাই !

(৯)

স্নেহ ভক্তি ভালবাসা, যা কিছু আমার—
আছয়ে অন্তরে, সব দিব উপহার—
চরণে তাঁহার ; হব বিক্রীত চরণে
তাঁর, দিয়া আত্মবলি ; কি ভয় মরণে—

(১০)

তার, যার চিত্ত নহে বদ্ধ মায়াপাশে ?
মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা অতি ভার,
কিন্তু ছিঁড়িলে তাহায়, না থাকে কাহার—
মৃত্যুভয় ! ধায় মন ঈশ্বর-সকাশে !

(১১)

(তাই) ছিঁড়িয়া বন্ধন এবে হয়েছি স্বাধীন,
ভগবানে চিত্ত মম করেছি অর্পণ ;
ধর্ম্ম-পরায়ণ—নহে যমের অধীন—
পরহিতে করে যেই আত্ম-বিসর্জ্জন।

(১২)

দেহ সহোদর ! মোরে বিদায় এখন ;
যাই চলি যথা নিত্য—নর নারীগণ—
(তথা) পশুপক্ষিগণ করে হরি-গুণ-গান,
যথা—পাব আমি নিত্য—স্নেহ, প্রতিদান !

-✻✻✻—

জাহাজ মঙ্গলার প্রতি।



(১)

কি কাজ করিলে হায়! তুমি গো মঙ্গলে!
ডুবাইলে রসাতলে তিন শত জনে?
তিন শত জন সহ আপনি ডুবিলে
অতল গঙ্গার জলে! কারণ কে জানে?

(২)

ভাসাইলা অশ্রুজলে কত শত জনে!
কাঁদিছে জননী কত আজ পুত্র-শোকে!
কাঁদে কত সতী আজ পতি-মৃত্যু-শোকে!
হ'য়ে পাগলিনী তারা—হৃদে বজ্র হানে!

(৩)

প্রতি গৃহে আজ শুন ক্রন্দনের রোল!
শিশু কাঁদে, পত্নী কাঁদে, কাঁদে মাতৃগণ!
আকুল ভারত আজ শুনি গণ্ডগোল!
শোকেতে আকুল আজ সব ভ্রাতৃগণ!

(৪)

হায় কি কুক্ষণে তারা, মঙ্গলা-উপরে—
উঠিয়া বাটীর দিকে ধাবিত হইল!
হায়! কেন অন্ধকারে জাহাজ ছাড়িল?
নিয়তির গতি বল কে রোধিতে পারে?

(৫)

কত অভাগিনী—আজ হ'য়ে নিরাশ্রয়—
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে হ'য়ে আকুল হৃদয় !
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখে নিরন্তর !
তাদের কপালে আজ যেন যুগান্তর !

(৬)

আহার প্রস্তুত ক'রে, কত যে রমণী—
প্রতীক্ষা করিতেছিল প্রাণপতি তরে—
গণনা তাহার নাই ! রতি-পতি-জিনি
প্রাণপতি আসিছেন—ভাবিছে অন্তরে !

(৭)

এক এক করি চারি প্রহর রজনী—
জাগিয়া কাটাল তারা, আশার প্রদীপ—
নিভিল, নিভাল দীপ ! আকুল রমণী—
ভাবিয়া পতির তরে ! জ্বলে চিন্তাদীপ—

(৮)

অন্তর-ভিতরে হায় ! ধিকি ধিকি ধিকি !
এদিকে সূরজ ওই, অরুণ নয়নে,
পূরব সাগর হ'তে—মারি উঁকি ঝুঁকি—
দেখিতে লাগিল সেই কাতর ললনে !

(৯)

বাড়াইতে তাহাদের অন্তর্দাহ যেন,
অনিচ্ছুক হ'য়ে রবি ধীরে গগণেতে—
উঠিতে লাগিল ! কিন্তু তাদের এহেন
দুঃখের দুর্দ্দিনে ব্যথা পাইল তাহাতে।

(১০)

বলিল মনেতে তারা—'হে সূরজদেব !
কেন উদিলে গগণে আজ—বাড়াইতে—
অভাগিনী-দুঃখ-ভার ? বল কোথা দেব !
রেখে এলে পতিগণে, মোদের বধিতে ?

(১১)

ব'লে দেও কোথা তাঁরা এবে, যাই চলি—
তথা বিহঙ্গ-গতিতে, আনি পতিগণে !
পতি বিনা গতি নাই ! পতিই সকলি—
সতীর ! আঁধার সব পতির বিহনে !

(১২)

প্রত্যূষে উঠিয়া শয্যা হ'তে মাতৃগণ,
জিজ্ঞাসিল বধূজনে কোথা পুত্র ধন ?
রাত্রিতে আসেনি, শুনে প্রাণের রতন,
অমঙ্গল-ভয়ে করে অশ্রু বিসর্জ্জন !

(১৩)

তাহা দেখি শিশুগণ কাঁদিয়া উঠিল,
বাবা বাবা ক'রে তারা ডাকিতে লাগিল !
কোথা বাবা কোথা তুমি ? এস ঘরে ফিরে
লহ লহ আমাদের কোলের ভিতরে।

(১৪)

কত যে খাবার তুমি আন প্রতিদিন—
আমাদের তরে ! আজ কোথায় রহিলে—
তুমি ভুলিয়া মোদের ? মোরা দীনহীন
কাঙ্গাল-সন্তান মত ভাসি অশ্রুজলে।

(১৫)

এস বাবা ত্বরা করি বিলম্ব সহে না!
তোমার জননী কাঁদে! আমাদের মাতা—
তোমার তরেতে কাঁদে, আসিয়া দেখনা?
মোদের অদৃষ্টে কিগো, করিলে বিধাতা?

(১৬)

এইরূপ আন্দোলনে কাটে কিছুকাল;—
এমন সময় এ'ল বারতা করাল—
'মঙ্গলা ডুবেছে গঙ্গা-জলের ভিতরে,
লইয়া বক্ষেতে তার শত শত নরে!'

(১৭)

প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে উঠিল ক্রন্দন!
বাড়াইল প্রতিধ্বনি সেই ভীম রোল!
শত শত মাতা হ'ল পুত্র-শূন্য-কোল!
গগণ বিদীর্ণ করে সতীর ক্রন্দন।

(১৮)

শিশুগণ-যোগ দেয় সে মহাক্রন্দনে,
উলটি পালটি ক'রে কাঁদে শিশুগণ!
সতীগণ কোলে লয়, আপন নন্দনে,
মুখ পানে চেয়ে ক'রে অশ্রু বিসর্জ্জন।

(১৯)

আবার ফেলিয়া তারে দেয় ধরাতলে!
ছোটে পাগলিনী-প্রায় স্বামীর উদ্দেশে!
শোকের জ্বালায় কভু ডুবিতে সলিলে—
ধায়! উন্মাদিনী-প্রায় ফিরে গৃহে আসে—

(২০)

আবার ছুটিয়া ! যেন কোন লক্ষ্য নাই !
দৃষ্টি লক্ষ্য-শূন্য ! গতি নির্লক্ষ্য চঞ্চল !
উন্মাদের চিহ্ন সব ! যেন সংজ্ঞা নাই !
ধূলি-বিলুণ্ঠিত তার বসন-অঞ্চল !

(২১)

বধূর দেখিয়া ভাব, শাশুড়ী ব্যাকুল !
সম্বরি আপন শোক, বধূর তরেতে—
উঠিয়া দাঁড়ায়ে ধ'রে বধূরে বসাল,
মাথায় জলের ছিটা লাগিল দিইতে।

(২২)

'মা ! মা !' করি শিশুগণ ডাকিতে লাগিল,
অনেক ক্ষণের পর চৈতন্য হইল,
তখন সতীর মুখে কথা বাহিরিল
বলিল তখন সতী—'কোথা প্রাণপতি ?'

(২৩)

সে কথা শুনিয়া সবে কাঁদিয়া উঠিল !
উঠিল কান্নার রোল গগন-মণ্ডলে !
এইরূপে প্রতিগৃহ হ'য়ে শোকাকুল—
কাঁদিল ! করিল কত বিলাপ কে বলে ?

(২৪)

হায় ! আজ শূন্য প্রাণে শূন্য গৃহে সবে—
হ'য়ে আত্মহারা রয় ! কে করে সান্ত্বনা ?
সবে জ্ঞানহারা ! লক্ষ্য-বুদ্ধি-হারা সবে !
মৃত্যু যবে দেখা দিবে, যাবে এ যন্ত্রণা !

(২৫)

দয়াময় হে ঈশ্বর! দেহ দয়া করি—
অবলে সান্ত্বনা তুমি! হায় শূন্য ঘরে—
শূন্য প্রাণ ল'য়ে সতী, কাটাবে কি করি,
দুর্ভর জীবন-কাল! জিজ্ঞাসি তোমারে?

(২৬)

ভারত-রমণী হায়! অতি অভাগিনী!
পতি বিনা গতি তার নাহি এ জগতে!
জগৎ-পতিরে তাই ডাকে কাঙ্গালিনী,
বলে দেও কি লইয়া থাকিবে ভারতে?

(২৭)

দুগ্ধপোষ্য শিশু ওই! কি খাইয়া বল—
বাঁচিবে?—কাহার কাছে দাঁড়াবে এখন?
বলে দেও দীননাথ! সংসার অচল—
হ'লে, পূরাবে অভাব, এবে কোন্ জন?

(২৮)

রাজার গৃহিণী হায়! হ'য়ে কাঙ্গালিনী,
কেমনে বলগো ভিক্ষা মাগিবে এখন?
কার দ্বারে দাসী-বৃত্তি করি অনাথিনী—
পূরাবে উদর-ভার, হে মধুসূদন?

(২৯)

আর জননী দুঃখিনী হ'য়ে পাগলিনী—
পুত্র-শোকে—কত দিন কাটাইবে কাল?
অশ্রু-জলে হ'য়ে অন্ধ হায়! অভাগিনী—
অচিরে হারাবে প্রাণ! নিভিবে অনল!

(৩০)

হে বিধাতঃ! তব চক্র বুঝে কার সাধ্য?
অভিপ্রায় কি সাধিলে, তুমি শুদ্ধ জান!
সৃষ্টির কৌশল বুঝা নরের অসাধ্য!
দুর্জ্ঞের বিষয়ে মন হয় সন্দিহান।

(৩১)

কে বলিতে পারে কেন দুঃখের আগার—
এই জগৎ-সংসার? কেন হাহাকার—
চতুর্দ্দিকে শ্রুত হয়! কেন অশ্রুজল—
হায় বহে নিরন্তর চক্ষে সবাকার!

(৩২)

দারিদ্র্য, অকাল-মৃত্যু, রোগ, শোক, তাপ—
ধরার ভিতরে কেন প্রভুত্ব করয়ে?
শ্মশানের পার্শ্বে নৃত্য ক'রে মনস্তাপ—
দেয় কেন শোক-দগ্ধ জনের হৃদয়ে?

(৩৩)

প্রগাঢ়-তিমির-মাঝে বিদ্যুৎ-বিকাশ—
যেমতি করয়ে হায়! তিমিরে প্রকাশ,—
তেমতি দুঃখের মাঝে সুখের বিকাশ—
হইয়া করয়ে দুঃখ অধিক প্রকাশ!

(৩৪)

হাঁসি কান্না এক স্থানে দেখা নাহি যায়!
হাঁসির সময় হাঁসি, কান্নার সময়—
কান্না সামঞ্জস্য হ'য়! হাঁসি কান্না হায়!—
এ সংসারে পার্শ্বাপার্শ্বি পরিদৃষ্ট হয়!

(৩৫)

শোক দুঃখ তুলনায় দ্বিগুণিত হয় !
শোকেতে অধীর মম অন্তর যখন,
অন্যদিকে হুলুধ্বনি পড়িছে তখন !
জন্ম মৃত্যু পাশাপাশি—দেখি প্রতিক্ষণ !

(৩৬)

উদর-অন্নের তরে আমি লালায়িত !
পার্শ্বের বাটীতে খায় একই সময়ে—
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য অগুণিত !
দেখিয়া জঠরানল জ্বলে দ্বিগুণিত !

(৩৭)

শীত-বস্ত্রাভাবে আমি কাঁপি থর থর !
শাল দোশালা পরে যায় ধনিগণ !
কুটীরে বসতি মোর—সম্মুখে সুন্দর—
সুরম্য প্রাসাদ ওই—দগ্ধিছে অন্তর !

(৩৮)

যাদের মরেছে লোক তারা হাহাকার—
করিতেছে অনুক্ষণ ! পার্শ্বেতে তাহার—
তাশ পাশা খেলিতেছে—যুবকের দল !
কেহবা করয়ে শুন সঙ্গীত তরল !

(৩৯)

সহিতে কি পারে ইহা যারা শোকাকুল ?
এ সকল দৃশ্যে হৃদে বাজে যেন শেল !
আমোদ প্রমোদ সব সুখের সময়—
লাগে ভাল ! এ সময় যন্ত্রণা-আলয় !

(৪০)

হে করুণাময়! হ'য়ে করুণানিধান—
নহে সৃজিলা সংসার সামঞ্জস্যময়—
কেন হায়! জান তুমি ইহার কারণ—
তাই ভক্ত জন আজ জিজ্ঞাসে তোমায়।

(৪১)

বলে দেও যাতে পারি বলিতে সবায়—
এ সংসার নহে গো অসামঞ্জস্যময়!
দয়াময় ন্যায়-পর তুমি হে ঈশ্বর!
ভেদাভেদ তব কাছে অসম্ভবপর!

(৪২)

বলে দেও সৃষ্টিতত্ত্ব ভকত জনেরে;
মহিমা-প্রচার তব হউক সংসারে!
অবিশ্বাস চলে যাক্ মন হ'তে দূরে;
সান্ত্বনা পাউক্ লোক আপন অন্তরে!



বিশ্বনিন্দুকের প্রতি

(১)

হে বিশ্বনিন্দুক ! বল কি কাজ তোমার
এ সংসারে—মক্ষিকার বৃত্তি ভিন্ন আর ?
মক্ষিকা যেমতি ক্ষত স্থান অন্বেষয়ে—
নিরন্তর, তেমতি গো তুমি যথা দিয়ে—

(২)

যাও, কেবল দেখ গো কার কোথা ক্ষত !
কোন্ পরিবারে কোন্ ব্যক্তিতে কি দোষ !
যথা ক্ষত নাই, তথা কর নব ক্ষত—
হুল ফুটাইয়া নিজে, মক্ষিকার মত !

(৩)

পরনিন্দা পরকুৎসা—যে দিন করিতে –
না পাও তুমি, সে দিন হজম না হয়—
অন্ন উদরে তোমার ! নানা স্থান হ'তে—
তাই আহর বারতা নিন্দা-কুৎসা-ময় !

(৪)

কীটপুঞ্জ যথা চায় থাকিতে তথায়,
মলমূত্র লোক করে ত্যাগ যেথা, তুমি—
সেইরূপ ভালবাস থাকিতে তথায়,
যেথা পরনিন্দা-কুৎসা করে দুষ্টমতি !'

(৫)

তব হৃদয়-ভাণ্ডার নরক-সমান !
হয় পূরিত বিষেতে—মলমূত্র পুঁজে—
আহৃত করিছ যাহা প্রতি দেহ হ'তে,—
তথা প্রতি পরিবার হ'তে তুমি নিশিদিন !

(৬)

নরকের কীট তুমি অথবা হে কৃমি !
ঘৃণা-ন্যক্কার-জনক আকৃতি তোমার !
প্রকৃতিও ততোধিক ! যার গৃহে তুমি—
কর পদার্পণ, নাহি নিস্তার তাহার !

(৭)

বন্ধুভাবে প্রবেশিয়ে, মমতা দেখায়ে,
বাহির করিয়া লও, গৃহচ্ছিদ্র তার !
গোপনে রাখিবে বলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে—
বাহির হইয়া কর প্রকাশ তাহার !

(৮)

সে গৃহের শন্তিভঙ্গ করিয়া আবার—
ঢোক গৃহান্তরে হায় বধিতে অপরে !
গাঢ় মৈত্রী দেখাইয়া, সকল তাহার—
বাহির করিয়া লও ! ক্ষণকাল পরে—

(৯)

বাহির বাজারে কর সে গৃহ-বারতা !
এইরূপে প্রতিদিন ফের ঘরে ঘরে !
মজলিসে বড়ই নাম—সম্ভ্রম বীরতা—
আজ কাল তব, পাছে পাছে সবে ফিরে !

(১০)

কিছুদিন পরে সবে দেখে, গুপ্তকথা—
সকল গৃহের সব বাহিরে প্রকাশ!
কোন্ গৃহ ছিদ্রশূন্য ? সর্ব্ব-গৃহ-কথা—
আজ বাজারে কথিত! সকলে হতাশ!

(১১)

প্রতিজনে প্রতিজন দেখে আপনার
প্রতিবিম্ব—অল্পভেদ! নিন্দুক আপন—
মুখ দেখে অন্য-মুখে! কাহারো নিস্তার—
নাহিক কাহারো হাতে! মহা-আন্দোলন—

(১২)

হইতে লাগিল হাটে! কার ছিদ্র বড়—
এই ল'য়ে মহাতর্ক উঠিল তথায়!
মেপে মেপে ঠিক্ করা হ'ল ছোট বড়,
বিশ্ব-নিন্দুকের ছিদ্র হ'ল সর্ব্ব-বড়!

(১৩)

অসতী বড়ই সতী দেখায় নিজকে—
জটিলা কুটিলা তার দৃষ্টান্ত গো হয়!
প্রকৃত সতীর কভু বড়াই না হয়,
প্রমাণ হইবে দেখে সাবিত্রী সীতাকে!

(১৪)

যার গৃহে ছিদ্র বড়, পর ছিদ্র ল'য়ে—
আন্দোলন তার তত! ঢাকিতে আপন—
ছিদ্র, পরচ্ছিদ্র মূঢ় করে অন্বেষণ—
নিরন্তর! বৃথা কার্য্যে বেড়ায় বেড়িয়ে!

(১৫)

দেখায়ে পরের ছিদ্র নিরন্তর ফেরে
দ্বারে দ্বারে, সকলের ঘৃণা পাত্র হ'য়ে!
নিন্দা বটে শুনে সবে প্রফুল্ল অন্তরে,
(কিন্তু) নিন্দুককে ঘৃণা করে নিন্দিতের চেয়ে!

(১৬)

হে বিশ্বনিন্দুক! তাই বলি উপদেশ,
পরচ্ছিদ্র-অন্বেষণে বৃথা কেন ক্লেশ—
করিয়া বেড়াও তুমি হায় অকারণ!
আপন ঘরের ছিদ্র কর সংশোধন।

(১৭)

পাপপুণ্যময় নর, পাপ শূন্য নয়!
পাপের অধিক মাত্রা হইলে তাহায়—
বলে গো সকলে পাপী! মাত্রা কমাইতে,
কর চেষ্টা নিরন্তর! পরের কথাতে—

(১৮)

কি কাজ তোমার? পরনিন্দা মহাপাপ—
কথিত শাস্ত্রেতে! তাই বলি ছাড় তাহা!
সবে মিত্র হবে! ন'লে পাবে মনস্তাপ,
সর্ব্ব-মিত্র হ'লে তুমি পাবে সুখ মহা!

বিরহিণী-বিলাপ।



(১)

প্রাণ কাঁদে যে আমার আমারি তরে রে!
যাতনা কাহারে কই ?
কহিলে কে দিবে বারি সেই অনলে রে ?
দেহ হ'ল খাক সই ?

(২)

বরিনু মনেতে প্রাণপতি ব'লে যাঁরে—
পূজিনু অন্তরে সই!
দিনু বরমাল্য গলে—প্রফুল্ল অন্তরে,
তাঁর দেখা পাই কই ?

(৩)

সমাজ-অধীন তিনি, সমাজের ভয়ে—
ব্যাকুল অন্তর তাঁর!
অভাগিনী-পূজা তাই লয়েন সভয়ে—
কভু, নাহি ঠিক তার!

(৪)

দুঃখিনীর এক মাত্র আরাধ্য দেবতা!
পূজি তাই নিশি দিন;
কিন্তু তাঁর আছে গৃহে অপর বনিতা,—
(তাই) মোর প্রতি কৃপাহীন!

(৫)

সখী ! সঁপেছি সকলি চরণে তাঁহার—
প্রাণ মন দেহ সব !
আমি লয়েছি শরণ চরণে তাঁহার—
(কিন্তু) তিনি ভুলেছেন সব !

(৬)

নহিলে কেমনে সই—বল গো আমায়—
শুনিয়া যাতনা মম,
রহিলেন হ'য়ে স্থির ভুলিয়া আমায় !
হ'ল প্রমাদ বিষম !

(৭)

না দেখে তাঁহারে সই, প্রাণ যে কি করে,
তাহা বর্ণিব কেমনে ?
নহি কবি আমি সই—হ'লে চিত্র ক'রে—
দেখাতেম মম মনে !

(৮)

দিবানিশি সখী ! জপি নাম তাঁর—
তিনিই আমার প্রাণ !
প্রাণেশ্বর বিনা সখী ! সকলি আঁধার !
পতি বিনা যায় প্রাণ !

(৯)

নিঠুর নিদয় তিনি—জানিয়া আমায়—
তাঁহাতে বিলীন প্রাণা,
আছেন কেমনে স্থির—বলে দে আমায় !
হতেছে সন্দেহ নানা !

(১০)

সখী ! বলে দে আমায়—নিঠুর নিদয়,
কেমনে ভুলিল মোরে—
জেনে সব !—জেনে মোর জীবন সংশয়—
হ'বে না দেখে তাঁহারে।

(১১)

সখী ! পুরুষ কঠিন জানিলাম এবে,
না বুঝি সঁপিনু প্রাণ !
করম-দোষেতে তাই, ভুঞ্জিতে হইবে—
দুঃখ ! নাহি পরিত্রাণ !

(১২)

স্বামী নিঠুর নিদয় যাহাই হউন,
সতীর সকলি তিনি !
সঁপেছি তাঁহারে প্রাণ—যা ইচ্ছা করুন,
মোর দণ্ডকর্ত্তা তিনি !

(১৩)

অন্য-পূর্ব্বা আমি—মম এই অপরাধে,
সখী ! শ্বাশুড়ী বিমুখ !
তাই বুঝি এবে তিনি বাধিলেন সাধে,
বুঝি পতিও বিমুখ !

(১৪)

না না—সখী ! পতি মম পরম ধার্ম্মিক –
নাহি ঘৃণা তাঁর মনে !
জননীর ভয়ে তিনি আমাতে বিমুখ—
বাহ্যে—নহে তথা মনে !

(১৫)

বিষম সমস্যা তাঁর হয়েছে এখন !
ভাবিয়া আকুল তিনি !
ধরম প্রবল তাঁর মনেতে যখন—
ত্যজ্য হবে না দুঃখিনী !

(১৬)

ভাবিনা তাহার জন্য—অবিশ্বাস নাই !
তবে না দেখে তাঁহারে—
প্রাণ যে আকুল হয়—কাঁদি আমি তাই !
জ্বলে প্রাণের ভিতরে !

(১৭)

তিনি বিনা কেহ নাই—দুঃখিনীর আর !
সখী ! বাঁচি গো কেমনে—
আমি না দেখে তাঁহায়—যিনি অনিবার
চিন্তার বিষয় মনে !

(১৮)

ভুলিব ভুলিব করি—ভুলিতে না পারি !
সদা জাগরূপ মনে—
সেই মূরতি মধুর !—ভুলিতে কি পারি—
সেই প্রাণপতি-ধনে ?

(১৯)

ভুলিতে না পারি তাঁরে—ভুলিতে আমারে-
পারিগো সহজে সই !
প্রাণে প্রাণে গাঁথা তিনি—ছিঁড়িলে তাঁহারে
মরিব প্রাণেতে সই !

(২০)

সখী! করেছি সঙ্কল্প আমি মনে এই—
    মূর্ত্তি পূজিব তাঁহার—
যদি দেখা তাঁর নাহি—এ জীবনে পাই!
    সখী! কে আছে আমার?

(২১)

সখী! কে আছে আমার বল তিনি বই?
    বল কে আছে আমার—
এ সংসার-মাঝে, আমি যাঁরে ল'য়ে রই?
    সব তিনিই আমার!

(২২)

তাই পূজিব তাঁহার সে দেব-মূরতি—
    হৃদি-মন্দিরে স্থাপিয়া!
সে হৃৎপূজাতে হ'বে কুসুম ভকতি,!
    ধোব পাদ অশ্রু দিয়া!

(২৩)

তিনি মোর প্রাণেশ্বর—আমি তাঁর দাসী!
    ভোগে অধিকার নাই?
আমি চাহিনা সে ভোগ—ভোগ সর্ব্বনাশী!—
    পূজিব তাঁহারে সই!

(২৪)

পতি-পূজা ছিল পূর্ব্বে—আবার তাহার—
    প্রতিষ্ঠা করিব সই!
পতি-ভোগ স্বার্থ-দুষ্ট—প্রার্থী নহি তার—
    পতি-পূজা-মাত্র চাই!

(২৫)

পতিই ঈশ্বর মোর এ জগতে সই !
তিনি ভিন্ন কিছু নাহি—
জানি আমি আর—অন্তর্বাহ্যে দেখি তাই,
মূর্ত্তি তাঁর সুধাবাহী !

(২৬)

নয়ন মুদিয়া ধ্যানে সম্মুখে তাঁহায়—
দেখিতে পাই গো সখী !
নয়ন মেলিলে পুনঃ সমক্ষে তাঁহায়—
দেখে হই নতমুখী !

(২৭)

ইষ্টদেব-নাম জপ করিতে বসিলে,
তাঁর নাম মুখে আসে !
প্রতিবিম্ব দেখি তাঁর, সখী গো সলিলে !
দেখি তাঁরে আসে পাশে !

(২৮)

সূর্য্যোদয় হ'লে যবে সূরজ দেবেরে—
যাই প্রণমিতে সখী !
সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যেতে জ্যোতির আকারে—
প্রতিবিম্ব তাঁর দেখি !

(২৯)

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জ্যোৎস্নার বিকাশে,
দেখি দেহ-কান্তি তাঁর !
পূর্ণিমার চন্দ্র যবে গগণে প্রকাশে,
দেখি মুখচন্দ্র তাঁর !

(৩০)

নীরদে বিজলী যবে খেলয়ে, তখন—
দেখি মধু হাঁসি তাঁর!
নীরদ গম্ভীর-নাদ করয়ে যখন—
শুনি কণ্ঠধ্বনি তাঁর!

(৩১)

প্রত্যুষে উদ্যানে আমি যাই গো যখন—
পুষ্প চয়ন করিতে,
শিশিরে আচ্ছন্ন দেখি তরুলতাগণ,
হয় উদিত মনেতে—

(৩২)

বুঝি তারা শুনে মোর দুঃখের কাহিনী,
অশ্রুজল বিসর্জ্জিয়া,
প্রকাশিছে তাহাদের—সান্ত্বনা-দায়িনী—
সম-বেদনা অমিয়া!

(৩৩)

কোকিলের কুহুরব শুনে মনে হয়,
মম দুঃখেতে তাহারা—
উহু! উহু! করি সম-বেদনা দেখায়!
তারা হ'য়ে আত্মহারা—

(৩৪)

জানে না হায় গো সখী! আমি রাজরাণী!
হৃদয়-রাজ্যেতে মোর—
এক নরপতি, আমি নহি গো দুঃখিনী!
অন্তর্বাহে এক মোর!

(৩৫)

অন্তর্বাহ্যে এক মোর নিত্য বিদ্যমান!
মম আর কিছু নাই!
'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি'—একের সমান—
এথা আর কিছু নাই!

(৩৬)

বাহ্য চন্দ্র অস্তমিত হয় প্রাতঃকালে—
তথা অমাবস্যা হ'লে,
মোর চন্দ্র বিরাজিত হৃদে সর্ব্বকালে—
দেখা হ'লে নাও হ'লে!

(৩৭)

কিসে দুঃখিনী আমি গো তবে বল সই—
বল কেন গো দুঃখিনী?
প্রাণের ঈশ্বর যবে প্রাণে, তবে দুঃখ কই?
নাই!—আমি সুভাগিনী!

(৩৮)

সপত্নী ভুঞ্জুক স্থূল দেহ তাঁর, মোর—
নাহি অভিলাষতাতে!
সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে মিলে, আমি তাঁর তিনি মোর!
সখী! কি কাজ স্থূলেতে?

(৩৯)

আত্মাতে আত্মাতে মিলে মৃত্যুর পরেতে,
নিত্য-যুক্ত হ'ব দোঁহে!
তথায় সমাজ কিম্বা সপত্নী জনেতে
বাধা দিতে ক্ষম নহে!

(৪০)

একই প্রার্থনা মোর ঈশ্বর-সমীপে—
যদি পুনর্জ্জন্ম হয়,
যেন পাই তাঁরে জন্মান্তরে পতিরূপে—
যেন বিচ্ছেদ না হয়!

(৪১)

আর যদি মুক্তি পাই—এই জনমেতে,
মুক্তি যেন দোঁহে পাই—
একই সময়ে! যেন একই কালেতে—
ইহলোক হ'তে যাই!

(৪২)

উভয়ে একত্র হ'য়ে চৈতন্যে মিশিয়ে—
ভুঞ্জিব স্বর্গীয় সুখ!
যে সুখে বিচ্ছেদ নাই—সতত ভুঞ্জিয়ে—
নাহি অবসাদ-দুঃখ!



রাজ-অভ্যর্থনা

—✱✱✱—

(১)

কেন প্রতি গৃহ আজ পরে দীপমালা ?
কেন কলিকাতাবাসী এত প্রফুল্লিত ?
প্রতি তোরণেতে কেন ঝোলে পুষ্পমালা ?
বারাণ্ডা ছাদেতে আজ কেন লোক এত ?

(২)

কেন হুলুধ্বনি আজ হয় প্রতি গৃহে ?
নিশান ধরিয়া ছুটে কেন ছাত্রগণ ?
একতান বাদ্য বাজে কেন প্রতি গৃহে ?
আনন্দে উৎফুল্ল কেন নাগরিকগণ ?

(৩)

সারি গাঁথি লোক কেন যায় পাদপথে ?
জীবন-তটিনী যেন বহে দুই ধারে !
জগন্নাথ দেব যেন উঠেছেন রথে ,
দেখিতে ছুটিছে যেন আনন্দে তাঁহারে ।

(৪)

রাজ-অভ্যর্থনা হেতু উন্মত্ত নগর—
একদৃষ্টি হ'য়ে পথ আছে নিরীক্ষিয়া !
কখন আসেন লর্ড রীপণ সুধীর ,
ভাবিছে অন্তরে তাই একাগ্র হইয়া ।

(৫)

বহেনা নিশ্বাস! চক্ষে পড়েনা পল্লব!
সহিতে অক্ষম সবে বিলম্ব বিস্তর!
জীবন-লক্ষণ নাই, নিষ্পন্দ নীরব!
মণিহারা ফণীমত, অধীর-অন্তর!

(৬)

দেখিতে দেখিতে রথ আইল অদূরে,
নিদাঘ-সন্তপ্ত ভূমে, যেন বারিধারা!
বারিধারা দাবানলে যেন! প্রাণভরে—
রিপণে দেখিয়া হ'ল তেমতি তাহারা।

(৭)

গগন-বিদারী রব উঠিল অমনি—
'জয় রিপণের জয়,—ভারতের জয়!'
ফিরাইয়া সেই ধ্বনি, বলে প্রতিধ্বনি,
'জয় ভারতের জয়, রিপণের জয়!'

(৮)

আবাল-প্রবৃদ্ধ সবে করে জয়ধ্বনি,
একতান বাদ্য বাজে শকট-উপরে;
যুবতীরা সৌধ-ছাদে করে হুলুধ্বনি,
প্রাচীন প্রাচীনা করে আশীর্ব্বাদ তাঁরে।

(৯)

রিপণের রথোপরি করে অবিরাম—
লাজ-বৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি পুরাঙ্গনাগণ;
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত, নাহিক বিরাম,
কাঁশর, মুরলী, বীণা বাজে একতান।

(১০)

'সাম্য-স্বাধীনতা-ন্যায়পরতা'—অঙ্কিত—
পতাকা কম্পিত করে যত ছাত্রগণ,
সাম্য-স্বাধীনতা-ন্যায়পরতা-অম্বিত—
রিপণ কম্পিয়া শির করেন সম্মান।

(১১)

'দীর্ঘজীবী দীর্ঘজীবী হউন রিপণ!'—
সমস্বরে সবে বলে—নাহি বর্ণভেদ!
'দিউন তাঁহাকে বিধি অনন্ত জীবন'—
বলিয়া সকলে তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ।

(১২)

'মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র-শাসন,
'ধর্ম্ম-প্রবণতা, বিনা নাহি জাতি উঠে'—
'জাতি বর্ণ ভেদ নাহি—বিধির নিকটে'—
'বাহুবল বল নয়, বল ধর্ম্মবল'—

(১৩)

ইত্যাদি—অক্ষরাঙ্কিত পতাকা লইয়া,
বি এ, এম্ এ কত যান পশ্চাতে ধাইয়া,
ব্যারিষ্টার, সম্পাদক, উকিল, হাকিম,
বণিক, কেরাণী, ধনী,—হরেক রকম—

(১৪)

পরিধায়ী পরিচ্ছদ যান মহোল্লাসে;
ভলাণ্টিয়ার, বডিগার্ড, শিখসৈন্যগণ,
চলে সবে কুতূহলে রিপণ-আবাসে,
সমস্ত সহর চলে হ'য়ে একপ্রাণ।

(১৫)

রাখিয়া ভবনে তাঁরে নাগরিকগণ—

মহোৎসবে মহোল্লাসে যাপয়ে রজনী ;

নৃত্য গীত প্রমোদেতে অধিবাসিগণ,

বিভোর অন্তরে কাটে সমস্ত যামিনী।

(১৬)

বিবিধ বাজির খেলা গগনেতে হয়,

শত শত ব্যোমস্ফোটে গগন বিদরে ;

তারা বাজী ফুল বাজী করে আলোময়—

আকাশ ভূতল ! সুখী সকলে সহরে।

(১৭)

কেবল দুঃখের ভার বহে শ্বেতগণ ;

করিয়া চৌরঙ্গি স্থান তিমিরে আবৃত,

ঈর্ষ্যার কালিমা-রেখা ব্রিটনীয়গণ,

ধরেছে বক্ষেতে হ'য়ে লজ্জায় আনত।

(১৮)

ভারতের হিতাকাঙ্খী বলিয়া রিপণ—

হয়েছেন তাহাদের বিরাগ-ভাজন !

চাহেনা—তাহারা তাঁরে—নামে তাঁর জ্বলে,

তাই আজ পূজা দেখি কাঁদিছে বিরলে।

(১৯)

জানেনা নির্ব্বোধ তারা, অস্ত্রে দেশ জয়—

করা যায় সত্য,—কিন্তু মানব-হৃদয়—

বশ্য হয় না অস্ত্রেতে—বিনা প্রেমডোরে—

বিনা পাশে বাঁধা নাহি যায় তারে।

(২০)

ভারতের অধিবাসী পঞ্চ বিংশ কোটী;
উপনিবেশ-সমেত সবে তিন কোটী—
শ্বেতদ্বীপ-অধিবাসী ; পারে কি বলেতে—
শুদ্ধ, এত অল্প লোকে শাসনে রাখিতে—

(২১)

ভারতের পঞ্চ বিংশ কোটী মানবেরে,
প্রায় নবগুণিত মানব—এক জন নয় জনে ?
তাও নয় ; যেহেতু কি নিগূঢ় কারণে,
অধিক ইংরাজ হেথা বসতি না করে !

(২২)

দুইলক্ষ সবে মাত্র ব্রিটন ভারতে !
একজনে বার শতে, কেবল বলেতে —
কভু কি রাখিতে পারে ? ভারত-সন্তান—
নহে তত হীনবল ; তার নিদর্শন—

(২৩)

আফগান-রণজয়,—মিসর-সমর !
'আধুনিক সভ্যতার আদর্শ-ব্রিটন—
আসিয়াছে ভারতের মঙ্গল কারণ'—
বলিয়া আসিছে এই কথা বরাবর।

(২৪)

ধর্ম্মশীল হিন্দু জাতি, সেই কথা শুনে,
আত্মসমর্পণ ক'রে, ছিল স্নিগ্ধ মনে ;
ভাবেনি তখন তারা, অন্তর-সরল,
উঠিবে অমৃত হ'তে কখন গরল।

(২৫)

ভাবেনি তখন তারা, হিতৈষী ইংরাজ—
উন্নতি-রোধক হবে ; ভাবেনি তাহারা,
আশ্রয় লয়েছে যাকে ভাবিয়া চন্দন—
সে নহে চন্দন-তরু উগ্র ফণিরাজ।

(২৬)

অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, না হ'লে এমন—
বিষম ঘটিবে কেন ? সর্ব্বস্ব করিয়া
পণ, যে ইংরাজ জগৎ হইতে দারুণ
কঠোর দাসত্ব-প্রথা সাগর মন্থিয়া—

(২৭)

তুলিয়া বেড়ান—সেই দয়ার্দ্র ইংরাজ—
কোন্ ভাগ্যদোষে হন ভারতে নির্দ্দয় ?
বল মা ভারতভূমি ! করেছ কি কাজ—
গর্হিত এমন, যাতে সুধা বিষ হয় ?

(২৮)

রাজভক্তি-হীন তুমি ? না—হ'তে পারে না—
যত দিন লেখা আছে বক্ষেতে তোমার—
'নৃপতি ঈশ্বর'—যদি কেহ এ ধারণা—
ক'রে থাকে বলি তারে নিতান্ত পামর।

(২৯)

আর কি বলিব তারে ? পূর্ব্বের কাহিনী—
তারে বলি গুটিকত, যবে রঘুমণি—
গেলা বনবাসে, সঙ্গে গেল যত প্রজা ;
যেহেতু প্রজার তিনি মনোমত রাজা।

(৩০)

জগতে বিদিত তিনি প্রজা-প্রাণধন,
যেহেতু ত্যজিলা সীতা প্রাণপ্রিয়তরা—
প্রজার অন্তর শুদ্ধ করিতে রঞ্জন,
জানিয়া নির্দ্দোষী তাঁরে বিচ্ছেদে কাতরা।

(৩১)

ভাল রাজা হ'লে সবে তাঁর প্রশংসায়,
রামরাজ্যে বাস করি বলে তুলনায় ;
আদর্শ নৃপতি রাম আজিও ভারতে,
ভালবাসা কভু হিন্দু জানে না ভুলিতে।

(৩২)

ভাল বাসিলে বাসিতে জানে হিন্দুগণ,
ভক্তির উচ্ছ্বাসে তারা নহে কারো ন্যূন,
প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হয়নি হিন্দুরা,
দেবভাবে পূজে রামে আজিও তাহারা।

(৩৩)

বিশ্বশ্রুত বাদসাহ আকবর সাহা—
হিন্দু যবনেতে তাঁর ছিল সমভাব,
আকব্বরি মোহরের সমাদর মহা—
আজিও ভারতে তাই, জড়ে ভক্তি-ভাব !

(৩৪)

গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আজ দেখ সেইরূপ—
জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভুলে ভারত-ললনা,
লাজপুষ্পবৃষ্টি করে রিপণ-উপরে,
হুলুধ্বনি দিয়া পূজে আপন রাজারে।

(৩৫)

বালবৃদ্ধ হ'য়ে মত্ত ছুটে নৃপ-পাশে,
সুশিক্ষিত দল ছুটে সাজি নানা সাজে,
ইহাপেক্ষা রাজভক্তি আছে কোন্ দেশে ?
কোন্ দেশ দেবভাবে পূজে নিজ-রাজে ?

(৩৬)

অস্ত্রবিধি শেল-সম যদিও সবার—
হৃদয়ে বাজিছে ; যদিও সে রাহু-গ্রাস—
আজ করেছে ভারতে অর্দ্ধ-বীর্য্য-সার !
তথাপি যখন বহে ভারতে নিশ্বাস—

(৩৭)

পঞ্চবিংশ-কোটী-দেহে, কি ভয় অন্তরে ?
পঞ্চবিংশ কোটী প্রজা হইতে আগুণ—
লোল-জিহ্ব হ'য়ে উঠি পোড়াবে তাহারে,—
যে কেহ স্পর্শিবে কেশে নৃপতি রিপণ।



ধ্যান ও প্রার্থনা।

—***—

(১)

প্রাণের মাঝারে দেখি, অপূর্ব্ব আলোক !
অমৃত-সমান-স্নিগ্ধ, তেজ অলৌকিক !
নয়ন মুদিলে দেখি, মেলিলে আঁধার !
আলোক-কিরণে দেখি সব একাকার !

(২)

একাকার দেখি আমি ভূলোক খলোক !
গলিত-রজত-মাখা এ বিশ্ব-সংসার !
রজত-সাগর-মাঝে বিলীন ত্রিলোক !
আমি নাই, তুমি নাই—আছে সারাৎসার !

(৩)

অদ্বৈত ভাবেতে মন বিগলিত হয়,
নাহি থাকে ভেদাভেদ, ব্যক্তিত্বের জ্ঞান !
আমি তুমি সব এক ব'লে জ্ঞান হয়,
অলৌকিক জ্ঞান আসি নাশয়ে অজ্ঞান।

(৪)

এ বিশ্ব-সংসার যেন এক পরিবার !
এক কর্ত্তা—এক রাজা হয় তথাকার !
আমরা সকলে যেন তাঁর পরিবার,
অভিন্ন তাঁহার সাথে—সব একাকার !

(৫)

ক্ষালিত কল্মুষজাল রজত-চ্ছটায়,
বিধৌত ধমনী সব বিদ্যুৎ-প্রবাহে,
অনন্ত-কালের পাপ তেজে দগ্ধ হয়!
মুকুর-সন্নিভ দেহ! প্রতিবিম্ব যাহে—

(৬)

পড়ে তাঁর যিনি নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন;
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দেহ নেত্রসুখকর!
যে পেয়েছে সেই ধন্য জগৎ-নন্দন!
প্রণতি চরণে প্রভো! দেহ মোরে বর—

(৭)

ও চরণে রতি যেন সদা থাকে মোর!
সদা যেন ধ্যানে দেখি রজত-চরণ—
তব হে করুণাময়! মিনতি দাসের—
যেন মৃত্যুপরে পাই ও সাদা চরণ।

(৮)

আর কি চাহিব নাথ! কি আছে এমন—
অমূল্য অপূর্ব্ব দ্রব্য ত্রিজগৎ-মাঝে?
তুলনা নাহিক তার, নাহি উপমান,
অনুভবে বিদ্যমান ভক্ত-হৃদি-মাঝে।

(৯)

আর কি চাহিব নাথ?—দিয়াছ সকলি,
দিয়াছ সলিল নাথ! দিয়াছ পবন;
দিয়াছ আলোক দেব! দিয়াছ বিজলী—
জীবের জীবন-রূপ! দিয়াছ অশন—

(১০)

বসন ভুষণ সব, যা কিছু যে চাহে—
শস্য-ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ বৃক্ষ ফলে ভরা !
খনি সব রত্নে পূর্ণ, সে পায় যে চাহে—
যাহা, বাঞ্ছাকল্পতরুকাছে প্রাণভরা !

(১১)

কিন্তু দাস নাহি মাগে তাহা, তুচ্ছ ধন !
সব বিনশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, অদ্যতন !
শুদ্ধ স্থূল নহে, অতি সূক্ষ্ম ধন,
মাতৃ-স্নেহ পত্নী-প্রেম—তাও অকিঞ্চন—

(১২)

ক্ষণস্থায়ী—স্বার্থ-দিগ্ধ—সহজে ভঙ্গুর !
পুত্র-কন্যা-স্নেহ ? তাও কামনা-অঙ্কুর !
তব ও চরণ কিন্তু নিত্য চিরস্থায়ী,
তাই মাগে দাস এই এক ধন স্থায়ী !



সম্পূর্ণ।